জাগরণী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

এক টাকা

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা,
২নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন

এই কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতাই ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন বঙ্গীয় মাসিকে মুদ্রিত হইয়াছিল ; এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

মহালয়া ; ৩রা আশ্বিন ১৩২৯
১০।১ আরপুলি লেন, কলিকাতা

গ্রন্থকার

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

জাগরণী

জাগরণী—জাগরণী !

রুদ্ধ কারার খুলি' গেল দ্বার
শৃঙ্খল ঝনঝনি'—
জাগরণী—জাগরণী।

বিধাতার দান প্রাচীর পাষাণ
রুধিবে সে কতদিন ;
নির্ঝরধারা বন্ধনহারা
রয় কভু পরাধীন ?

ওগো কে বাজায় ওই শোনা যায়—
মুক্তির আগমনী ;
দেবী দশভুজা লভিলে কি পূজা
এতদিনে মা জননী ?
জাগরণী—জাগরণী !

বিজয়চণ্ডী

পুরোহিত, তব শান্তি-মন্ত্র
ক্ষণকাল তরে তুলিয়া রাখ'—
আজি একবার রুদ্র কণ্ঠে
বিজয়চণ্ডী মায়েরে ডাক'।
বহুদিন হ'ল, শুনিনি সে নাম,
কতদিন সে যে নাহিক মনে,
বিস্মৃতপ্রায় লুপ্ত-চেতনা
সুপ্ত ছিলাম শয়ন-কোণে ;
শান্তি শান্তি শুনিয়া কেবলি
ভ্রান্তির মাঝে অন্ধ দিশা,
কোথায় শান্তি, কিসের শান্তি—
চির অতৃপ্ত প্রাণের তৃষা ;
অন্নবিহীন বস্ত্রবিহীন
দৈন্যনিলীন দেশের চোখে
মিথ্যার ধূলি ছড়ায়োনা আর
আজি প্রভাতের পুণ্যালোকে।
অমিয়-রচন স্বস্তি-বচন
আচার্য্য, আজি ভুলিয়া থাক'—
দৃপ্তকণ্ঠে, শুনি একবার—
বিজয়-চণ্ডী মায়েরে ডাক'।

নর্ম্মদা-রেবা-সিন্ধু-কাবেরী,
ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গাতীর—
দেশ-দেশান্ত-মিলিত আজিকে
মন্দিরে তব অযুত বীর ;
এসেছে কি তারা তোমার হাতের
শান্তিজলের লভিতে ছিটা,
স্বস্তির ঝুটামন্ত্র শুনিতে
এসেছে ছাড়িয়া বাস্তুভিটা !
বক্ষে তাদের ঝঞ্চা বহিছে,
চক্ষে অনল বজ্র-আঁকা,
মিথ্যা মন্ত্র শুনায়োনা আর
শূন্যগর্ভ বচন ফাঁকা ;
উদ্ধত কত ক্ষুব্ধ বাসনা
উদ্যত শত লুব্ধ আশা,
সিদ্ধির শুধু ইঙ্গিত তরে
ঐ মুখে তারা খুঁজিছে ভাষা ;
থাকে যদি তব অভয়মন্ত্র
থাকে যদি তব অগ্নিবাণী,
লক্ষ পরাণ বিদ্ধ করিয়া
প্রাণ হ'তে প্রাণে দাও তা হানি'।

দেবী দশভুজা লইবেন পূজা,
আচার্য্য, আজি করোনা ভুল,
ভুলা'তে চেয়োনা দেবতারে শুধু
সঁপি' গোটাকত গাছের ফুল ;
তুষ্টি হবে কি জগন্মাতার
ডাল-ছেঁড়া তুটো বিল্বদলে,
নিঃস্বদীনের কৃত্রিম সেবা—
অশ্রু-লবণ গঙ্গাজলে !
জানেন জননী মর্ত্ত্য জীবের
জঠর ভরে না যজ্ঞধূমে,
আত্মার লাগি' অন্ন যে চাহি,
সে অন্ন নাহি ছড়াখে ভূমে ;
চাই আলো বায়ু চাই পরমায়ু
চাই যে স্বাধীন সবল চিত্ত,
সে প্রাণের পূজা লন না জননী,
যে প্রাণ সতত শঙ্কাভীত !
দুর্ব্বল দেহে দুর্ব্বল প্রাণ—
আনন্দহীন ভীরুর দলে
মৃণ্ময়ী কভু চিন্ময়ী হয়—
কোন্ কল্পনা শক্তি বলে ?

বিরাট বিশ্বমাতারে বরিয়া
কেমনে সে মূঢ় বাঁধিবে কাছে,
বক্ষের নীচে শূন্য জঠর
হাঁ করিয়া যার পড়িয়া আছে !

চির সুধাময় এই সে শরৎ—
এই ত দিগ্বিজয়ের দিন,
মহেশ্বরের মহাকাশতলে
মহাশ্বেতারা বাজায় বীণ ;
শুভ্র সূর্য্যকিরণের তারে
সুরের চামর পড়িছে ঝরি',
বরষা-অন্তে মেঘান্ধকার
আশার আলোকে উঠিছে ভরি' ;
হাঁসের পাখায় ঐ শোনা যায়
সুরের লহরী গগন ছেয়ে ;
চল্‌-চল্‌-চল্‌ চল-চঞ্চল
তটিনী চলেছে ধরণী বেয়ে ;
দিগ্বিজয়ের এই ত সময়—
কর্ম্মযোগের লগ্ন এই,
বিজয়ার পায়ে বিজয়-বিদায়ে
আজ আর কোন বিঘ্ন নেই ;

পুরোহিত, মিছা শান্তিমন্ত্রে
কূলে আর কারে রাখিবে ধরে' ?
পশ্চিমে হাওয়া লেগেছে তরীতে
ফুলে' উঠে পাল পলকে ভরে' ।'

বিজয় চণ্ডী নামের প্রসাদে
দিকে দিগন্তে যাক্ সে ছুটে',
দেশ-দেশান্ত খুঁজিয়া আনুক্
নব নব ধন ধরণী লুটে' ;
লঙ্ঘি' ভূধর, মন্থি' সাগর,
পার হয়ে মরু, খুঁড়িয়া খনি,
দুঃখ সহিয়া আনুক্ বহিয়া
মায়ের পায়ের যোগ্য মণি ;
আর্য্যের পূজা করিবে সে আজি
'আর্য্যেরি মত বজ্র বলে,
অশ্বমেধের বিজয়ী অশ্ব
ছুটুক আজিকে বিশ্বতলে।

ছুটুক সে আজি বিজয়মত্ত
টুটুক মিথ্যা মোহের জাল,
লুটুক আকাশে শিব-তাণ্ডবে
কটিতটে-বেড়া বাঘের ছাল ;

উঠুক ফুলিয়া প্রলয়োচ্ছল
মহানীল জটা জগৎ ঘিরে',
পড়ুক টুটিয়া কঙ্কালমালা
নীলকণ্ঠের কণ্ঠী ছিঁড়ে';
শৈলে শৈলে উঠুক গর্জ্জি'
বন্ধনহারা ভুজগদল,
রুদ্র-ত্রিশূল-ঝন্‌ঝনানিতে
মন্থি' উঠুক্ সাগরতল;
ডিণ্ডিমিডিমি ডমরুর ডাকে
ব্রহ্মাণ্ডেতে পড়ুক সাড়া,
চরণের চাপে ক্ষুব্ধ বাসুকি
উঠুক সে দিয়া অঙ্গনাড়া!

নব যুগান্তে নবীন শান্তি
আসিবে নিখিল ভুবন যুড়ে'.
পুরোহিত, তব শান্তিমন্ত্র
সেইদিন গেয়ো নূতন সুরে;
তার আগে সেই মামুলি মন্ত্র;
ঋত্বিক, তব মিথ্যা কথা—
সে যে অপমান মরণ-অধিক
ব্যথার উপরে দ্বিগুণ ব্যথা!

পাশার বাজি

—০ ❀ ০—

বন্দী মারাঠী মুক্তি লভিল ? মোগলে জিনিল ছলে !
আরাংজেবের চিত্ত ভরিল হিংসার হলাহলে ;
গর্জ্জি' উঠিল দানবের দূত,
চক্ষে ঝলিল রোষ-বিদ্যুৎ,—
মোয়াজেমে আজই ভেজি' দাও খৎ — ছলে না পারুক, বলে
বাঁধিয়া আনুক অধম কাফেরে তক্ত-তাউস-তলে।

বাদশা-আদেশ বুকে বাঁধি' দূত উঠিল অশ্বযানে—
ছিলা-ছেঁড়া তীর ছুটে' চলে যেন—না চাহি' কাহারও পানে।
ওমরাহ যত আগ্রা নগরে
নীরবে ফিরিল যে যাহার ঘরে ;
সেদিনের মত দরবার হ'ল চূরমার সেইখানে,
বুকে বাঁধি' খৎ ছুটে' চলে দূত, বিরাম নাহিক জানে।

* * * *

দ্বারে বিজাপুর ঈর্ষা-আতুর, বাহিরে প্রলয়-ঝড়
মোগলের মেঘে উঠিয়াছে জেগে ঘনাইয়া অম্বর !
ক্ষুব্ধ শিবাজী রায়গড়শিরে
ভাবিতেছে বসি' সন্ধ্যাতিমিরে,
শতবার করি' ডাকি' ভবানীরে মাগিছে বিজয়-বর ;
কয়দিন হ'ল মোগলের হাতে গিয়াছে সিংহগড় !

প্রতাপগড়ের ছাদে বসি' হোথা বিষণ্ণ জীজাবাই—
হাতীর দাঁতের চিরুণীতে চুল বাঁধিতেছে সন্ধ্যায়।
সম্মুখে দূরে পশ্চিম কোণে
দৃষ্টিটি তার ধায় আনমনে,
সিংহগড়ের ঊর্দ্ধে যেখানে সূর্য্য অস্ত যায়—
আরক্ত-আভা ডিম্বের মত গম্বুজ-কিনারায়।

সহসা কি ভাবি' উঠিলা জননী—বেণী বাঁধা রহে বাকী,
সিপাহীরে হাঁকি' করিলা আদেশ—'শিবাজীরে আন ডাকি' ;-
রায়গড় মাঝে যেখানে সে থাক্,
যা-কিছু করুক— থাক্ বা ঘুমাক্—
জরুরী তলব—এখনি সে আসে শত কাজ ফেলি' রাখি'।
মুখপানে চাহি' ভাবিল সিপাহী—মা আজ ক্ষেপিল নাকি!

জননী-আদেশে নিমেষে পুত্র দুয়ারে দাঁড়া'ল আসি'—
'কৃষ্ণা'য় চড়ি' বীরবেশ পরি' ললাটে ভ্রূকুটিরাশি!
বন্দিয়া মার চরণ দু'খানি
কহিলা পুত্র যুড়ি দুই পাণি—
'যে আদেশ হয় কর মা জননী—মনে বড় ভয় বাসি'—
আশিষ-হস্ত বুলায়ে ললাটে মা কহিলা মৃদু হাসি'—

'বড় সাধ মনে—পুত্রের সাথে খেলিব আজিকে পাশা—'
'মার সাথে বাদ'—কহিলা শিবাজী—'খেলাও সর্ব্বনাশা!'
অনিচ্ছা তার মনে-মনে মানি'
কহিলা জননী বিদ্রূপ-বাণী—
'মার সাথে বাদ ঘটিবে খেলায়! এ দেখি যুক্তি খাসা!'—
মনে-মনে শুধু ডাকিলা—'ভবানি! পূরাও মনের আশা!'

চকিতে জননী বিছাইলা ছক পাষাণশিলার পর—
সুরু হ'ল খেলা—ডাকিল পাশ্টি কড় কড়—গড় গড়!
ফেলে জীজাবাই যত বড় দান,
মৌন শিবাজী তত ম্রিয়মাণ—
পাকা ঘুঁটি হারি' শঙ্কিত প্রাণ—থর থর কাঁপে কর—
যত যায় খেলা, তত বাড়ে রোখ্—ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর!

জিনিয়া তনয়ে পড়ে শেষ পাশা কড়-কড়—গড়-গড়—
হাঁকে জীজাবাই বিজয়মত্ত—'কি পণ ধরিবি ধর্'!
ধীরে কহে শিব—'তোমার তনয়,
যতই বল' মা, রাজা আর নয়—
যা আছে তা লও'—দ্বাদশ গড়ের নাম করি' পর-পর;
হাঁকি' কয় রাণী—'চাহি নাক কিছু—শুধু সে সিংহগড়!'

'আর কি তা হয়!' কহিলা শিবাজী—করে হানি' নিজ শির,
সিংহগড় যে অভেদ্য আজি—নিজে উদীভান বীর
বসায়েছে থানা তাহার উপরে,
অটল পাহারা দিবসে দু'পরে,
অসংখ্য সেনা ফিরে তার পরে করে ধরি' ধনুতীর।'
'শাপে জ্বালাইব রাজ্য তোমার'—উত্তর জননীর!

'তবে তাই হোক্, যা করিতে পারি, কৃপায় ভবানী মার'—
'সেই ত তাঁহার মনের ইচ্ছা'—করে মাতা ঝঙ্কার!
'অক্ষম বাহু আলস্যে পুষি'
দৈবে যে করে নিজ দোষে দূষী—
সে শুধু কেবল কাপুরুষ নয়—সে ঘোর কুলাঙ্গার,
পাপে জ্বলে' যাবে ধর্ম্ম তাহার, রাজ্য ত কোন্ ছার!

কম্পিত হিয়া অভিসম্পাতে, ভবানীরে স্মরি' ডরে,
নানা অনুনয়ে জননীরে শিব লয়ে গেলা রায়গড়ে;
বহু বিতর্ক চিন্তার পর
পত্র লিখিয়া পাঠাইলা চর,
উমরাটি হ'তে আনিতে ত্বরিতে তানাজী মালেশ্বরে—
বাল্যবন্ধু, রাষ্ট্রতিলক, গৌরব-ভাস্করে।

* * * *

উমরাটিপুরে সুবেদার-গৃহে সে দিন বাজিছে বাঁশী,
তানাজীপুত্র রায়বার বিয়ে ; প্রমত্ত পুরবাসী ;
নানা আয়োজন, ভারি ধূমধাম ;
নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম ;
দাঁড়াইল বর—বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি-
এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়া'ল আসি'

পাঠ করি' লিপি বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলা মালেশ্বর,--
'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে' ফেল, বর !
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ
ভারত লাগি সবে পর' নব সাজ,
সেই মিলনের শুভলগ্নের সময় অগ্রসর-
রে বরযাত্রী ! আগত রাত্রি---হও সবে সত্বর !

লিপির বারতা শুনিলা সকলে সাগ্রহে পাতি' কান,
হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান !
অন্তঃপুরে পুরনারী যত
শুনিলা সে বাণী স্বপ্নের মত,
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত, তবু নহে ম্রিয়মাণ,
নব-উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান।

বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য সাজিলা বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড তেজে চলিলা তানাজী ধেয়ে
রায়গড়ে আসি' রাজারে শুধায়—
'কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায় ?'
উত্তর শুধু করিলা শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
'বন্ধু, তোমায় আমি ডাকি নাই—ভবানী মায়ের মেয়ে !

জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি' ললাট পরশি' বালাই লইয়া টানি'
কহিলা মধুর-গম্ভীর রবে
'সিংগড় মোরে জিনে' দিতে হবে,
বৎস আমার ! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পুত্র মানি'—
তানাজীর মুখে অপূর্ব্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !

হাঁকি' পুনরায় কহে জীজাবাই—'ছি ! ছি ! তোরা কাপুরুষ !
বীরের কর্ম্ম আপন ধর্ম্মে করে সে নিষ্কলুষ।
বেদ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা আচার
ধর্ম্ম যজ্ঞ বিবেক বিচার—
চরণে দলিত হেরি' বারবার, তথাপি হয় না হুঁস্—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্ম্মে লুকায়ে থু'স !

দেখিস্ না চেয়ে চোখের উপরে কিবা হয় দিবারাত,
পাপ—সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত ;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়
ধনীর দুয়ারে আপনা বিকায়,
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃকপাত—
শুধু গড় নয়, যা-কিছু তোদের গেল যে পরের হাত !

'তবু বেঁচে থাকা—তবু প্রাণ রাখা পদে পদে সহি' গ্লানি,
মারাঠার বুকে হেরি' হাসিমুখে মোগলের রাজধানী !
সাজি' তারই দাস, তাহারই নফর,
বিলাইয়া দিলি আপনার ঘর,
মসী-অঙ্কিত ললাটের পর তিলকপঙ্ক টানি'—
মহারাষ্ট্রের হেন কলঙ্কে সহিবে কি মা ভবানী' ?

'তাই থাক্ তোরা লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবরমাঝে,
থাক্ বারো মাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে ;
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল,
মিছে বেঁচে থাকা হয়ে জঞ্জাল,
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাঞ্ছনাভরা লাজে—
সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে !'

রুদ্ধকণ্ঠে কহিল তানাজী 'তাই হবে, তাই হবে,
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নির্জিত গৌরবে ;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ,
ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক-লাজ,
অথবা পরাণ সঁপি' দিব আজ মরণ-মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে !'

পরশিয়া পুনঃ মায়ের চরণ চলি' গেলা বীর ধীরে,
বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য চলিলা সঙ্গে ঘিরে'।
সিংহগড়ের দুর্গচূড়ায়
সূর্য্য তখন স্বর্ণ কুড়ায়,
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় 'ডঙ্গী'-শৈলশিরে ;
দূরে সেনা রাখি' চলিলা তানাজী পাহাড়ের কোল ভিড়ে'।

তারপর যাহা—ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোন' সালে ;
সত্য যাহার স্বপ্নের মত—দীপ্ত ইন্দ্রজালে !
থার্ম্মাপলির পুণ্য-কাহিনী,
হলদীঘাটের ধন্য বাহিনী—
অপূর্ব্ব কথা—তুলনা পাইনি তবু এর কোন কালে,
ভাগ্য যে লিপি লিখিলা সে দিন মহারাষ্ট্রের ভালে !

* * * *

সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর ;
শুনিলা সকলে সভয়ে গর্ব্বে জয় সে ভয়ঙ্কর।
জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী—
জননি, তোমার বাজি লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে—পড়ে' আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর !'

বৈশাখ

হে নবীন, হে বন্ধু বৈশাখ !
মহাকালকুণ্ডলীর আজি তুমি খুলিলে যে পাক
নূতন করিয়া ধরণীতে,
সে যেন প্রত্যক্ষ হয় ভারতের অদৃষ্ট-গ্রন্থিতে।
উদ্দেশ্য তোমার নাহি জানি ;
তবু যেন মনে হয়, একটী বন্ধন নিলে টানি'
লাঞ্ছিতের চিরনাগপাশে ;
মুক্তির ইঙ্গিত যেন আজিকার মুক্তাকাশে ভাসে ;
তোমার প্রখর রৌদ্রালোকে
পুঞ্জ অন্ধকার যত, মিথ্যা হয়ে দেখা দেয় চোখে !
শীতের শিশির-শীর্ণ আশা—
বসন্তের বনে যাহা পুষ্পমুখে পেয়েছিল ভাষা,
আজি হেরি, তোমার পরশে
পরিপূর্ণ ফলরূপে ভরিয়া উঠিতে চায় রসে ;
বিমুগ্ধ মলয় অবসানে,
উষ্ণ সমীরণ তব তন্দ্রাবেশে জাগরণ হানে ;
সুচিরসঞ্চিত বাষ্পরাশি,
তোমার প্রথম মেঘে বৃষ্টিরূপে দেখা দেয় আসি' ;
তপঃক্লিষ্ট তব মৃত্তিকায়
তোমারি আশীষ লভি' সিদ্ধি-শস্য অঙ্কুরিতে চায়।

প্রশান্ত অথচ ভয়ঙ্কর
হে বৈশাখ, পশুপতি শিব তুমি—পিনাকী শঙ্কর ;
রৌদ্রশুভ্র নগ্নদেহ তব
সৃষ্টির আনন্দে ভরা রুদ্রতার মূর্ত্তি অভিনব।
ধ্বকধ্বক দীপ্ত নেত্রত্রয়,
অতীতে করিয়া ধ্বংস বিশ্বে পাঠাও মৃত্যুঞ্জয় ;
স্কন্ধে মৃতকালকন্যা সতী,
ভবিষ্যৎ আঁখি আগে পৌঁছোয়ে করিছে প্রণতি
মহাকাল চরণের পরে ;
প্রসন্ন হাসিতে তুমি তাহারে বরিছ সমাদরে

হে বান্ধব, হে শুভ বৈশাখ,
সুদীর্ঘ বৎসর অন্তে এলে যদি, কেন মৌনবাক্ ?
তোমার ও চরণের কাছে
নীরবে ফেলিব বলে' কত অশ্রু বুকে জমে' আছে !
হে আচার্য্য, কর উপদেশ,
বন্দীর বন্ধন কবে স্পর্শে তব সত্য হবে শেষ ;
বঞ্চিতের সঞ্চিত বেদনা
সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় লভিবে সে নূতন চেতনা,
পেয়ে তব অমৃতের ধারা ;
অন্তরে বাহিরে কবে মুক্ত হবে অন্ধকার কারা !

তব কাল বৈশাখীর ঝড়ে
সর্ব্ব অপরাধ গ্লানি উড়ে' যাক্ শুভঙ্কর বরে,
লভিয়া তোমার সংমার্জ্জনা—
অন্ধকার কোণ হ'তে বর্জ্জনায় যত আবর্জ্জনা।
পুঞ্জীভূত দুর্ব্বলের ভয়
তোমার মাভৈঃ মন্ত্রে হে বীর করিয়া যাও জয়
এবারের নব অভ্যুদয়ে :
জন্মান্ধ-সংস্কার যদি ব্যথা পায় সে দৃপ্ত বিজয়ে,
তবু তারে তুচ্ছ ধূলি সম
ফুৎকারে উড়ায়ে দাও আগন্তুক হে প্রিয় নির্ম্মম !

শিখাও নবীন কর্ম্মগীতা,
কি হবে করিয়া শোক, নির্ব্বাপিত আজি চৈত্র-চিতা
পুরাতন বর্ষে করি' গত ;
শেষ করে' দিয়ে তার ভুল ভ্রান্তি অপরাধ যত।
সেই শেষ-ভস্ম মাখি' গায়ে
এস এস হে বৈশাখ, বীজমন্ত্র চৌদিকে ছড়ায়ে—
আকাশে বাতাসে দিশে দিশে
অণু পরমাণু হয়ে দিকে দিকে যাক্ তাহা মিশে' ;
তারি ফলে হে ভাগ্যবিধাতা !
ঘরে ঘরে হোক খোলা নূতন কর্ম্মের হাল-খাতা।

গান্ধী মহারাজ

কে ঐ চলে বিপুল বলে
সম্মুখ পানে চাহি'—
উদার ধীর অতি গভীর
চোখে পলক নাহি ;
সরল পথে সহজ মতে
সমান ঋজু গতি,
ডানে বা বামে কভু না থামে
জানেনা লাভ ক্ষতি ;
ব্যথিত লোকে অভাবে শোকে
সেবিতে সদা মন,
দীনের তরে নয়ন ঝরে
করে পরাণ পণ ;
পরের লাগি' সর্ব্বত্যাগী
ভুলিয়া ভয় লাজ !
কেবা এ জন ? হাঁকে পবন—
গান্ধী মহারাজ !

ভারতবাসী গৃহী ও চাষী
কাহার মুখ চাহি'
নবীন বলে মাতিয়া চলে
আশার গান গাহি' ;
মজুর কুলি অভাব ভুলি'
কাহার জয়গীতে,
পরাণ মন জীবন পণ
চাহে বা বলি দিতে ;
ধনী ও মানী গুণী ও জ্ঞানী
গরীব গৃহহীন,
কাহার কাছে শরণ যাচে
শুধিতে নারে ঋণ ;
নিখিল লোক মেলিয়া চোখ
নমিছে কারে আজ ?
দেশ-মাতার কণ্ঠহার
গান্ধী মহারাজ !

পরের 'পরে আশা না ধরে—
নিজেতে নির্ভর,
সুসমাহিত শান্ত চিত
শুদ্ধ কলেবর ;

সরল বাস সহজ ভাষ

সত্যপথকামী,

দেশের হিত কাহার চিত

ভাবিছে দিন-যামি ;

বিরোধী ভায়ে মায়ের পায়ে

মিলায়ে নিজ গেহে,

সবারে ডাকি' মিলন-রাখী

পরা'ল কে বা স্নেহে ;

হিন্দু টানে মুসলমানে

নিজ বুকের মাঝ—

অসাধ্যকে সাধিল ও কে

গান্ধী মহারাজ !

অ-মিলে কে সে মিলায় হেসে

অচলে করে চল,

কাহার চিৎ শত্রুজিৎ

অস্ত্র হৃদ্‌বল ;

অসহযোগে মৃত্যুরোগে

নিত্যবিধি কার

ফিরায়ে আনে দেশের প্রাণে

বাঁচার অধিকার ;—

যে বাঁচা মানে সকলে জানে
স্বাধীন যত দেশে,
কারার পথে লোহার রথে
যাত্রা যার হেসে ;
যে বাঁচা মানে বিধাতা জানে
অমৃতলোকমাঝ -
এ বাণী কে সে শিখা'ল দেশে ?
গান্ধী মহারাজ।

পাগল

ওগো পথিক, ঐ ত তোমার সম্মুখে ঐ পথ ;—
এড়িয়ে নগর, পেরিয়ে নদী, ছাড়িয়ে পর্ব্বত,
এই পথই ত গেছে বয়ে সুদূর সাগর-তীরে
বেলাভূমির বালির বুকটি চিরে' !
এই পথই ত গেছে হোথায় হাটের পাশটি দিয়ে,
বেচাকেনার হাজার বোঝা নিয়ে—
পার-ঘাটাটির একটু বাঁয়ে বেঁকে ;
টেরই পাবে দেখে',
আরো অনেক হাটের যাত্রী সেদিক পানে চলে—
কেউ-বা একা কেউ-বা দলে দলে ;
—সেথায় তুমি যাচ্ছ বুঝি কাজে ?
ওকি পথিক, উন্মনা যে হ'লে কথার মাঝে ?
না-হয় সেথায় নাই-বা গেলে—এই পথেরি ধারে,
একটু আগেই দেখ্‌তে পাবে, কত-না লোক চলছে সারে-সারে
পূজার ডালা সাজিয়ে ফলে-ফুলে,
জগন্মায়ের জয়ধ্বনি তুলে' ;
মোটেই তোমায় খুঁজে' নিতে হবে না মন্দির—
এত লোকের ভিড় !

—ও কি, আবার ! সেথাও যেতে নাইক বুঝি মন !
আচ্ছা শোন', সোজা চলে' আরো খানিকক্ষণ,
দেখ্‌বে একটা মস্ত বড় বাড়ী—
রাস্তা হ'তে রসি দুয়েক ছাড়ি' ;
চারধারে তার ঝাউয়ের গাছের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ;
—চিন্‌তে পারবে, ঘুরছে ফিরছে চেঁচাচ্ছে ছাত্রেরা—
সেইটা তোমার নব্য-ন্যায়ের বিরাট বিদ্যালয় ।
—চুপ করে' যে রইলে বড়—সেথাও তবে নয় !
তবে তুমি যাচ্ছ কোথায় আর ?
তার পরে ত প্রকাণ্ড মাঠ—পাহাড়তলীর ধার
সে যে অনেক দূরে ;—
সন্ধ্যা হয়ে আসবে তোমার মাঠ্‌টা যেতে ঘুরে' !
সেথায় যত ইতর লোকের বাস—
চাষী, মজুর, ছোট কাজেই ব্যস্ত বার মাস !
কারো ঘরে আপ্‌নি খাবার অন্নটুকু নাই—
মাথা গোঁজার মিল্‌বেনাক ঠাঁই ।

ওকি ! কোথায় চল্লে তাড়াতাড়ি ?
সত্যি সেথায় যাবে নাকি ! এযে দেখি, বিষম বাড়াবাড়ি—
আরে আরে, শোন'—
চল্ল তবু ! নিশ্চয়ই এ পাগল হবে কোনো !

—o—

চরকা-সঙ্গীত

আরো জোরে ঘোরাও চরকা, আরো সূতা চাই—
তিরিশ কোটি লোকের লজ্জা রাখ্‌তে হবে ভাই;
ঘোরাও চর্‌কা আপ্‌নার মনে একলা নিশীথ-রাতে,
ঘোরাও চর্‌কা সবাই মিলে' কর্ম্ম-পাগল প্রাতে:
ঘোরাও চর্‌কা কর্ম্মের মাঝে কর্ম্মের অবসরে,
ঘোরাও চর্‌কা কর্ম্ম ফেলে' একান্ত অন্তরে;
শব্দ উঠুক আকাশ ছেয়ে ঘর্ঘর ঘর্ঘর—
সেই ঘর্ঘরে এক হ'য়ে যাক্ পর-ঘর ঘর্-পর!
চাকায় চাকায় আগুন উঠুক্, হাতে পড়ুক ঘাঁটা,
চোখের দৃষ্টি আসুক ফিরে' বাড়ুক বুকের পাটা!

একশ' বচ্ছর দেখা গেছে উল্টে বয়ের পাতা,
একশ' বচ্ছর লেখা গেছে গোলামখানার খাতা;
একশ' বচ্ছর কম বড় নয়, জাতির ইতিহাসে,—
ফল যা হ'ল, দেখা গেল—চোখ্ ফেটে জল আসে!
এত বড় প্রকাণ্ড দেশ শস্যে পণ্যে ভরা—
লক্ষ্মী যাহার স্তন্যে অন্নে পুষ্‌ত সকল ধরা;
আজ দেখ' তার আপ্‌নার ঘরে নাইক অন্ন কারো,
লজ্জাবস্ত্র, তারো জন্য পরের দেনা ধারো;
বিজ্ঞ যত বিদ্যাবাগীশ অতি বুদ্ধির দল,
এম্‌নি করে'ই সাধের দেশটা পাঠায় রসাতল!

আজকে তবে বারেক ফিরে' 'জয় মা ভারত' বলে',
একটা বচ্ছর দেখ্ দেখি ভাই নতুন পথে চলে';
যে বল্‌ছে আর না বল্‌ছে সব পড়া পুঁথির ভাষা,
দুহাত দিয়ে দূর করে' দে বুদ্ধি সর্ব্বনাশা ;
একটা বচ্ছর করত দেখি আপনার ঘরের কাজ,
শোন্ দেখি আজ কি বলেন ঐ গান্ধী-মহারাজ !
সব ছেড়ে আজ চরকা-চক্র-সুদর্শন,
কেটে যাবে সকল আঁধার বাধা ও বন্ধন :
চাকায় চাকায় উঠবে আগুন—হাতে পড়বে ঘাঁটা-
সূতোয় সূতোয় পড়বে ঢাকা দেশযোড়া লজ্জাটা।

একটা বচ্ছর, নয়ক বেশী, দেশের ইতিহাসে,
কেঁদে-কেটেই কাটছে ত তা সব্বার বারমাসে :
সূতো কেটেই, না হয়, বচ্ছর কাটুক এবারকার,
সে সূতো আজ আশার সূত্র দেশযোড়া দরকার।
ঝর্কায় ঝর্কায় চর্কার উৎসব করুক সারা দেশ,
শুনুক সরকার পণ এবারকার স্তব্ধ নির্ণিমেষ ;
লাগাও চরকা রাত্রিদিনে তিরিশ কোটি মেলি' ;
লাগাও চরকা গরকামী সব ছেড়ে অকাজ ফেলি' ;
পরাও খদ্দর ইতর ভদ্দর, ঘরদোর সামলাও সব—
স্ত্রীলোক মর্দ্দ লাগাও হর্দ্দম চরকা-মহোৎসব।

হাঁক্‌ছে সর্দ্দার খুব খবরদার, মন দাও চরকার কাজে,
চর্কার আহ্বান চর্কার জয়গান ঐ শোন্ কানে বাজে ;
চর্কার গুণ-গুণ-গুঞ্জন লাগুক কাল্পনিকের কানে,
চর্কার ঝঙ্কার-ওঙ্কার বাজুক অধার্ম্মিকের প্রাণে ;
চর্কার টঙ্কার উঠুক বক্তা রাজনীতিকের মুখে,
চর্কার মন্তর ভুলাক অন্তর তিরিশ কোটির বুকে ;
ঘর্ঘর ডাকে ঘর-ঘর ঘুরুক কর্ম্মের নূতন চাকা—
পাকে পাকে যাক্ খুলে' আজ মোহের বাঁধন ফাঁকা ;
চাকায় চাকায় আগুন উঠুক, হাতে পড়ুক ঘাঁটা—
চোখের দৃষ্টি আসুক ফিরে', বাড়ুক বুকের পাটা !

বাল গঙ্গাধর তিলক

ভারতমাতার ভালের তিলক বালার্কবররুচি—
কোন্ অভিশাপে সহসা আজিকে চিরতরে গেল মুছি'
ভিতরে-বাহিরে ঘন দুর্য্যোগ বর্ষা-নিবিড় রাত্রি—
দিশাহারা দেশ করেছিল যারে সঙ্কট-পথ-সাথী;
দশদিক ঘেরি' আঁধারে, লুকা'ল কোথা সে দীপ্তশিখা-
সুকৃতি-অন্তে স্বর্গের মত—স্বপ্নের রাজটীকা!

মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রতিলক নহ শুধু তুমি বীর—
তুমি যে মূর্ত্ত দক্ষিণ বাহু ভারত-জয়শ্রীর;
লক্ষ্য তোমার নিত্য নিরত আর্য্যগরিমা লাভে,
ধর্ম্মের সাথে কর্ম্মে মিলাতে ভবের সহিত ভাবে;
হে দেশমান্য দেশের কর্ম্ম হয়েছে কি সমাপন—
সূচনায় শেষ হ'ল কি তোমার মর্ম্মের আরাধন?

প্রতিভা-দীপ্ত রুদ্র-ললাট হে বাল-গঙ্গাধর!
শির পাতি' শত মহা তরঙ্গ লয়েছ নিরন্তর;
কালিমা ভস্মে অঙ্গ-বিভূতি করিয়া পরেছ সুখে,
চির-দারিদ্র্য-কঙ্কালমালা পরিয়াছ সাধি' বুকে;
নীলকণ্ঠের মত হলাহল করি' আকণ্ঠ পান
অমৃত আহরি' সবাকার করে করিয়া গিয়াছ দান।

জ্ঞানের মানের প্রতিভা প্রাণের ছিলে তুমি অবতার,
মানব-মনের মহা-মহারাজ স্বাধীন নির্বিকার ;
ভারত ভরিয়া আজি তাই তব উঠিতেছে জয়গান,
ত্রিশকোটি লোকে কাঁদে তব শোকে বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ !
হে লোকমান্য ! লোকসভা ছাড়ি' কোন লোকে তুমি আজ,
হে চিরকর্ম্মী, সে নূতন লোকে আজি তব কোন্ কাজ !

কাঁদে কি সেথায় ব্যথাতুর দীন নিরন্ন অসহায়,—
মানুষের গড়া বন্ধন বেড়ী বাজে কি তাদের পায় ?
আছে কি সেথায় উচ্চে ও নীচে নিষেধ-বিধির বাঁধ,
প্রাণের কষ্ট মুখে বলা সে কি অসহ্য অপরাধ ?
থাক্ বা না থাক্, তোমার আলোকে এইটুকু মোরা জানি—
আকাশের পথে ভোলে না বিহগ ধরণীর নীড়খানি !

হেন যদি হয়—আর তুমি হেথা ফিরিবে না কোনদিন,
জন্মান্তর অলীক স্বপ্ন – মিথ্যা যুক্তিহীন,
তবে তাই হোক্—সেথা হ'তে তুমি বরিষ আশীর্ব্বাদ —
তোমার ভারত চিনে যেন তোমা বিমুক্ত-অবসাদ ;
তার বেশী আর কোন কিছু আজ নাহি হেথা চাহিবার —
তব আদর্শে দেশেরে জানিতে দাও শুধু অধিকার।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

তুমি কি সত্যই শেষে বন্ধুবেশে দিলে ধরা এতদিন পরে,
দেশ-নারায়ণ-সেবা সত্য কি সার্থক হ'ল বিধাতার বরে !
নিমেষে টুটিয়া গেল বিলাসের রঙ্গমঞ্চ স্বর্ণসিংহাসন,
দারিদ্র্যের রিক্ত বক্ষে নিতান্ত দানেরই মত দিলে আলিঙ্গন, —
শুধু আলিঙ্গন নহে, পরশিলে সম্ভাবনা ভরসায় ভরা,
মুহূর্ত্তে জাগিল যাহে সমগ্র মুমূর্ষু বঙ্গ ছাড়ি' শয্যাধরা।
দেশে-দেশে পড়ে সাড়া, দিকে-দিকে উচ্ছ্বসিত প্রাণের স্পন্দন,
গ্রামে-গ্রামে ভাঙ্গে নিদ্রা, নগরের গৃহে-গৃহে নব জাগরণ ;
এ শক্তি কোথায় ছিল লুকাইয়া এতদিন, তাই ভাবি মনে—
যা আজি তোমার মাঝে দেখা দিল, দেশবন্ধু, এ মাহেন্দ্রক্ষণে !

পশ্চিমের একচক্ষু শক্তিলুব্ধ শিক্ষাতন্ত্র ভারতের নহে,
দীপ্তি চেয়ে দাহ তার দরিদ্রের দেহমনে দশগুণ দহে ;
তুমি বুঝিয়াছ স্থির সুগভীর সেই সত্য- বুঝাইলে তাই,
বিশ্বজিৎ দানযজ্ঞে, আত্মার উৎকর্ষ ভিন্ন অন্য গতি নাই ;
ভারতের সেই ধর্ম্ম —এক-লক্ষ্য সেই শিক্ষা সব চেয়ে বড়,
চিত্তেরে কলঙ্কী যাহা করেনিক কোনদিন বিত্ত করি' জড় ;
আত্মবশে অনুষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি যার আত্মার সম্মানে —
সে শিক্ষা চাহে না কভু শক্তি-সুরামত্ত রক্ত ভ্রূকুটীর পানে ;
নিজে লভিয়াছ দৃষ্টি, সর্ব্বজনে দেখায়েছ সেই লক্ষ্যপথ,
তাই করিয়াছ দূর একদণ্ডে মিথ্যা বলি' স্বার্থের জগৎ।

যা বলে বলুক অন্ধ অতিবুদ্ধি বিজ্ঞদল বিদ্যা-অভিমানী,
তোমার শ্রবণরন্ধ্রে, স্পর্শিবে না তুচ্ছ সেই অপবাদ-বাণী ;
যে শ্রবণ ভুলিয়াছে ভুবন-ভুলান মধু মুরলীর ডাকে—
সে কি কভু বাহিরের নিন্দাগ্লানি কলঙ্কের কোন ভয় রাখে !
তাহার যাত্রার পথ কোনকালে কোনদিন হয়নিক রোধ,
অনন্তের ডাক এলে উপেক্ষা করিবে তারে কে হেন নির্ব্বোধ !
কুলের কুটিলাদল জটলা করুক তারা জটিলা-সভাতে,
কল্যাণ-কালিন্দী-কূলে ওদিকে কামনা মিলে চিরকাম্য সাথে।
যা বলে বলুক লোকে,সে দিক চেয়োনা চোখে—চল নিজপথে-
তোমার ত্যাগের গঙ্গা আপনি ভাসায়ে দিবে নিন্দা-ঐরাবতে।

তবু তব কাছে আজি হে দরিদ্রদেশবন্ধু, এই নিবেদন—
সব্যসাচী সম তুমি এক হস্তে ছিন্ন কর মোহের বন্ধন ;
অন্য করে গড়ি' তোল নবশিক্ষা-পুণ্যপীঠ দীপ্ত গরীয়ান—
যেথায় নিখিল যাত্রী একত্র লভিবে আসি' সত্যের সন্ধান—
যে সত্য সরল তুষ্ট তেজস্বী ব্রাহ্মণসম পবিত্র উদার,
যে সত্য প্রেমের বন্ধু—ত্রিভুবনে বেঁধে লয় বক্ষে আপনার ;
যে সত্য ক্ষত্রিয়সম অত্যাচার-শত্রুদলে করে সদা নাশ,
যে সত্য ধর্ম্মেরে নিজ শিরে ধরে চিরদিন, বিশ্বসেবাদাস।
মোরা তব সঙ্গে রব চিরসাথী চিরদিন চিত্তে দিব বল—
মোরা রব দিবারাত্রি সহতীর্থ মুগ্ধ যাত্রী দরিদ্রের দল।

নন্দীর অনুশাসন

* * * * * * * * দেশে এল দুর্ভিক্ষ—
ক্রন্দনধ্বনি ভরিল অবনী আকাশ অন্তরীক্ষ ;
'কনসার্ট' নয়, ভারি কর্কশ বর্ব্বর হাহাকার—
শৈলশৃঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল গৌরীর দরবার ;
নন্দীভৃঙ্গী—নখী ও শৃঙ্গী অমনি আসিল ছুটি',
বর্ব্বরদলে কহিল হাঁকিয়া রোষে করি' ভুরুকুটি—
চুপ্ কর্ সব, রাখ্ কলরব, ঢের সহিয়াছি—আর না,
বেত্র-আঘাতে থামাব এখনি মিথ্যা ও নাকি কান্না ;
অন্ন না থাক, রয়েছে ত জল, তা ছাড়া জংলাগাছে,
ভাল করে' খুঁজে' দেখ্ দেখি, সেথা 'লেবু টেবু' সবি আছে !

বেঁচে গেল যারা, মুছিয়া অশ্রু কোনমতে দিল পাড়ি,
অন্নের লাগি অন্য আশায় বেচে-কিনে' ঘর বাড়ী !
দলে-দলে চলে মিলিয়া সকলে —এমনি গোঁয়ার তারা,
শুধু তাই নয়, শিরে বোঝা বয়, ক্ষিদে-ক্ষিদে করে' সারা ;
পাথেয় নাইক, পথ চলে তবু, বলে—পার হব নদী,
কান্নার জোরে কাণ্ডারীদের কড়ি ফাঁকি দেয় যদি !
পারঘাটা পাশে মরঘাটা আছে, সেথা পাঠাবার লাগি'
শৃঙ্গ উঁচায়ে ভৃঙ্গীর দল খাটে সারারাত জাগি' ! ·
তবু যে চাষারা চেঁচায় কেবলি, খাবে যেন গোটা দেশ—
আধপেটা খেয়ে উপোস তবু ত হ'লনাক 'অভ্যেস' !

গোলমাল দেখে' মহা ক্রোধান্ধ বন্দ করিতে রব,
হাঁকিল নন্দী—এখনি বন্দী করিব তোদের সব ;
কথা যদি তোরা বলিতেই চাস্, গিয়ে দশ ক্রোশ দূরে,
যাহা খুসী তাই বলিতে পারিস্ চুপি-চুপি মিহি সুরে—
না, না, চুপি-চুপি ফিস্-ফিস্ কথা আরো সে খারাপ ভারি,
একলা-একলা যদি হয়, তবে সায় দিতে তায় পারি ;
তবে যদি হয় স্ত্রী-এর সঙ্গে, দুজনে নাই আপত্তি,
তার বেশী হ'লে আবদার আর সহিবনা একরত্তি ;
শৃঙ্গের সাথে ত্রিশূল বাঁধিয়া যণ্ডেরে দিব ছাড়ি'—
গুঁতায়ে বাহির করিবে তোদের অন্নবিহীন নাড়ী !

যোড় করি' কর, জন কত শেষে যুটিল নন্দী কাছে,
কহে—প্রভু, আজি তোমার চরণে নিবেদন কিছু আছে ;
খাইতে শুইতে চলিতে বলিতে সবই যদি হ'ল মানা,
কি করিব মোরা, বলে' দাও শুধু, হয়ে যাক্ তাই জানা।
হাসিতে ভরিয়া গাল দুটি তার, নন্দী কহিল হেঁকে,
তাসের রাজ্য করিনু তোদের, জেনে রাখ্ আজ থেকে ;
টেক্কা গোলাম সাহেব ও বিবি নহলা দহলা আটা,
এই হাতে হবে যখন যা খুসি—কাটা আর তার বাঁটা ;
চিৎ হয়ে শুধু পড়ে' রবি তোরা মোদের খেলার কালে,—
সব চেয়ে মান লিখিয়া দিলাম খাস্-গোলামের ভালে !

ভারতবর্ষ

গঙ্গাগোদাবরীসিন্ধুসরস্বতীতরলধারাবলিহারা,
বিন্ধ্যহিমাচলকাঞ্চিমুকুটধরা মলয়বলয়শোভাসারা,
নিযুতনির্ঝরঝরঝঙ্কৃতশিঞ্জিনী উপলনূপুরমণিপৃক্তা,
লক্ষতড়াগহ্রদ বক্ষের মৃগমদচন্দনপঙ্কানুলিপ্তা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
চিরসম্পদখনি দেশশিরোমণি ! চরণে ধরণী নতমাথা ।

বর্ষাশরতহিমশীতমধুআতপ সজ্জিত ফলফুলডালা,
শালতালীবটখর্জ্জুরনারিকেলআম্রকাননকেশমালা ;
ধান্যগোধূমযব হরিতহিরণরুচি ঝলমল অঞ্চল দোলে,
চামেলিচম্পককুন্দকমলনীপ গ্রন্থিত বক্ষনিচোলে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
চিরসুষমাখনি রাণীশিরোমণি ! চরণে নিখিল নতমাথা

বারণহয়মৃগসিংহমহিষবৃষশার্দ্দূলবাহনসাথী,
হংসপারাবতশুকপিকচন্দনামযূরমুখরবনপাঁতি ;
তীর্থদেবালয়মন্দিরমন্দ্রিত শঙ্খঘণ্টারতিরাবা,
সপ্তস্বরাবেণুমুরজনিনাদিত ঝঙ্কৃতবীণরবাবা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
নিখিলশিল্পকলাগৌরবমণ্ডিতা ! চরণে পৃথ্বী নতমাথা ।

নিত্যলোকচিরবন্দিতপদযুগ নন্দিতবিশ্বনমস্যা,
দীপ্তজ্ঞানরবিরাগবিভাসিত আদিমযুগঅমাবস্যা ;
বিপুলবীর্য্য তব আর্য্যকীর্ত্তি বল অর্পিল দুর্ব্বল দীনে,
আশ্রমউচ্ছ্রিত সামমন্ত্র তব শান্তি সঁপিল সুখহীনে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
কর্ম্মদাত্রী তুমি ধর্ম্ম-ধাত্রী ভূমি ! তব চরণে নতমাথা ।

অম্বরপরে চিরগম্ভীরমন্দ্রে বাজিছে কালের ডঙ্কা,
ধাবিত মানব যুগে যুগান্তরে অন্তরে সঙ্কটশঙ্কা ;
অভয়বাণী তব নাশি' পন্থাভয় মাভৈঃ রবে দিল আশা,
আত্মা অমর বলি' প্রথম প্রচারিল জাগ্রত তব দেবভাষা ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতী জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
দুঃখবিপদজয়ী করুণা মূর্ত্তিময়ী ! তব চরণে নতমাথা ।

নিখিললোক যেথা পুণ্যমিলন লভি' ধন্য হইল তব বক্ষে,
নিখিল ধর্ম্ম চির-লোকধর্ম্ম ধরি' শান্তি লভিল নবলক্ষ্যে ;
দিকে-দিকে উত্থিত দ্বন্দ্বকলহ যত ক্ষান্ত করিয়া মধুমন্ত্রে,
দীপ্তবাণী তব ঝঙ্কৃত করি' দিলে বিশ্ববিপুলবীণযন্ত্রে ;
জয় জয় ভারত মর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
শাশ্বতমানবমনমন্থন ধন ! তব চরণে নত মাথা ।

—o—

বিপন্না

কৌরবের সভাতলে বামহস্তে বসন সম্বরি'
অন্য বাহু ঊর্দ্ধে তুলি' শ্রীহরিরে ডাকি' বারম্বার,
বিহ্বলা দ্রৌপদী যবে দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভরি'
ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে মেগেছিল মৃত্যু আপনার ;—
শ্রীকৃষ্ণ তখনো সেই অপূর্ণ নির্ভর হেরি' তার,
আপনারে একেবারে বস্ত্ররূপে দেয়নি বিতরি' ;
কিন্তু যবে নিরুপায়, দুই বাহু মেলিয়া উদার,
চাহিল শরণ শেষে—নিমেষে আসিলা নামি' হরি।
বিমূঢ় পাণ্ডবদল পরস্পরে চাহি' রহে মুখে,
ধর্ষিতার হর্ষ হেরি' দুঃশাসন গুমরায় দুখে !

বিপন্না দ্রৌপদী আজি ঘরে-ঘরে মেলি' দুই বাহু
কাঁদে যে তোমায় ডাকি' ; কোথা তুমি লজ্জানিবারণ ?
তুচ্ছ করি' ভর্ত্তৃদলে, ব্যর্থ করি' দুঃশাসন রাহু—
এস তুমি আর্ত্ত-সখা—এ দুর্দ্দিনে, এস নারায়ণ।

কর্ম্ম

শক্তিমায়ের ভৃত্য মোরা—নিত্য খাটি নিত্য খাই,
শক্ত বাহু শক্ত চরণ, চিত্তে সাহস সর্ব্বদাই ;
ক্ষুদ্র হউক তুচ্ছ হউক, সর্ব্বসরমশঙ্কাহীন—
কর্ম্ম মোদের ধর্ম্ম বলি' কর্ম্ম করি রাত্রি দিন।

চৌদ্দ পুরুষ নিঃস্ব মোদের—বিন্দু তাহে লজ্জা নাই,
কর্ম্ম মোদের রক্ষা করে, অর্ঘ্য সঁপি কর্ম্মে তাই ;
সাধ্য যেমন শক্তি যেমন—তেম্‌নি অটল চেষ্টাতে
দুঃখে-সুখে হাস্যমুখে কর্ম্ম করি নিষ্ঠাতে।

কর্ম্মে ক্ষুধায় অন্ন যোগায়, কর্ম্মে দেহে স্বাস্থ্য পাই,
দুর্ভাবনায় শান্তি আনে—নির্ভাবনায় নিদ্রা যাই ;
তুচ্ছ পরচর্চ্চাগ্লানি—মন্দ ভালো কোন্‌টা কে—
নিন্দা হ'তে মুক্তি দিয়ে হাল্কা রাখে মনটাকে।

পৃথ্বিমাতার পুত্র মোরা, মৃত্তিকা তাঁর শয্যা তাই,
শষ্পে তৃণে বাসটি ছাওয়া, দীপ্তি হাওয়া ভগ্নী ভাই ;
তৃপ্ত তাঁরি শস্যে-জলে ক্ষুৎপিপাসা দুঃসহ,
মুক্ত মাঠে যুক্তকরে বন্দি তাঁরেই প্রত্যহ।

পক্ষীপ্রাণী, নিত্য জানি, শ্রম বিনা কার খাদ্য হয়,
সুদ্ধ মানুষ ভিন্ন—সে কি বিশ্ববিধির বাধ্য নয়!
চেষ্টা ছাড়া অন্ন যে খায়—অন্যে তারে বল্‌বে কি,
ভিক্ষুকেরও ঘৃণ্য তারে গণ্য করা চল্‌বে কি?

ক্ষুদ্র নহি তুচ্ছ নহি—ব্যর্থ মোরা নই কভু—
অর্থ মোদের দাস্য করে, অর্থ মোদের নয় প্রভু:
স্বর্ণ বল' রৌপ্য বল' বিত্তে করি জন্মদান,
চিত্ত তবু রিক্ত মোদের নিত্য রহে শক্তিমান।

কীর্ত্তি মোদের মৃত্তিকাতে প্রত্যহ নয় মুদ্রিত,
শূন্য'পরে নিত্য হের' স্তোত্র মোদের উদ্গীত;
সিন্ধুবারি পণ্য বহি' ধন্য করে তৃপ্তিতে,
বহ্নি মোদের রুদ্র প্রতাপ ব্যক্ত করে দীপ্তিতে।

বিশ্ব যুড়ি' সৃষ্টি মোদের, হস্ত মোদের বিশ্বময়,
কাণ্ড মোদের সর্ব্ব ঘটে কোন্‌খানে তা দৃশ্য নয়?
বিশ্বনাথের যজ্ঞশালে কর্ম্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম্ম, সে যে ধর্ম্ম মোদের—কর্ম্ম চাহি—কর্ম্ম চাই।

ঠাট্টা করুক ব্যঙ্গ করুক লক্ষ্মী-পেঁচার বাচ্ছারা—
পার্ব্বেনাক কর্‌তে মোদের কর্ম্মদেবীর কাছ-ছাড়া;

শান্তিভরা দৃষ্টি যে তাঁর জ্বল্‌ছে মোদের অন্তরে,
শঙ্কা-সরম ডঙ্কা মেরে তুচ্ছ করি মন্তরে।

মাতৃভূমি! পিতৃপুরুষ! কর্ম্মে যেন দীক্ষা হয়;
রুদ্রস্বরে গর্জ্জি' বল'—ভিক্ষা নহে, ভিক্ষা নয়!
হস্ত যখন অঙ্গে আছে, সঙ্গে আছেন শক্তিময়,
কর্ম্ম-ছাড়া অন্য কা'রে কর্‌ব মোরা ভক্তিভয়?

অকর্ম্ম

দণ্ড দুয়ের কাণ্ড সুধু—সংসারে এই সং সাজা,
পণ্ডিতে কয়—মিথ্যা সবি ; সন্ন্যাসী বা হোক্ রাজা—
চিত্ত সবার প্রার্থী সুখের : সুদ্ধ তারি আশ্বাসে,
ঘূর্ণীবেগে ঘুরছে সবাই ভ্রান্ত মনের বিশ্বাসে !

ধর্ম্ম বল' কর্ম্ম বল'—ভণ্ডামি সব জুচ্চুরি,
চক্ষু মুদে' আস্‌বে যখন, খোঁজ থাকেনা কিচ্ছুরি ;
স্পষ্ট চোখে দেখছে লোকে—সঙ্গে কিছুই যাচ্ছে না,
জন্ম ভরে' কর্ম্ম করে' ফল কোন তার পাচ্ছে না ।

দেখতে বড় শুনতে বড় স্বার্থত্যাগের কল্পনা,
মন-ভুলান' ভেল্কি শুধু লোক-ঠকান জল্পনা ;
মৃত্যু এসে এক নিমেষে সমজে দেবে—সত্য যা,
ধর্ম্ম তারে ধর্‌ত যদি— মর্‌ত কি সে ? মরত না !

বলছ মুখে কর্ম্ম গীতা— কর্ম্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম্মভোগের সুখ কি শুনি—জন্ম ত যায় যন্ত্রণায় ;
কর্ম্ম লাগি' জন্ম যদি, চট্ করে' তা টুট্‌তো না ;
কর্ম্মফলে জন্ম হলে' ফুলটি তারো ফুট্‌তো না !

মিথ্যা সবি কক্কীকারী, স্ফূর্ত্তি শুধু মিথ্যা নয়,
অর্থ তাহার বুঝতে পারি, ভোগটা যে তার মর্ত্ত্যে হয়!
হাস্য করি নৃত্য করি—দিব্যি খাসা প্রাণ ভরে'—
খাদ্যে-পানে পেটটি ভরে' জন্ম কাটাই গান করে'।

পুষ্প করে গন্ধে বিভোর—চক্ষু ভুলায় বর্ণ তার,
কর্ণ জুড়ায় বাদ্যগীতে, স্ফূর্ত্তি যে তার কর্ণধার :
মদ্য মিটায় সদ্য তৃষা, মাংস স্বাদে মন হরে,
মুগ্ধ প্রিয়ার দ্রাক্ষা-অধর স্বর্গ ভুলায় মন্তরে।

ফুলটি ফুটে মৌন-মধুর—বল্‌ত কি তার কর্ম্ম ভাই,
ঝরণা ছুটে মন্ত্র-মুখর, ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম নাই!
চাঁদটি উঠে জ্যোৎস্না ফুটে, অর্থ কি তার—হাস্য সার!
গন্ধ লুটে মন্দ মলয়—আর কিছুনা, লাস্য তার!

বিশ্ব যুড়ি' স্ফূর্ত্তি-মেলা—কর্ম্ম সে ত যন্ত্রণা,
ক্ষিপ্ত যারা নিত্য শুনায় কর্ম্ম-পথের মন্ত্রণা!
দুঃখে-দায়ে রাত্রে-দিনে অশ্রুগলদ্‌ঘর্ম্ম সাজ,
বৃষ্টি-ঝড়ে রৌদ্রে-শীতে মূর্খে করুক কর্ম্ম-কাজ।

ভবিষ্যতের দাস্য করে—দৃষ্টি তারি অদৃষ্টে,
অনিশ্চিতের পোষ্য যারা, চিন্তা তারি অনিষ্টে!

চিত্তসুখের নিত্য সেবক স্ফূর্ত্তি মোদের সব কাজে,
বর্ত্তমানের শিষ্য মোরা—আজকা মোদের আজকা যে!

ভাব্‌না বটে অর্থ চাহি—পাওনা কিছু শক্ত যার,
দূর কর ছাই—কর্ব্বে যোগাড়—যেম্‌নে পারুক, ভক্ত তার,
চক্ষু বুঁজে' বুদ্ধি করে' আন্‌লে পরেই শুদ্ধ তা,—
শুদ্ধ আমোদ দেয় যে তা'তে—সে'ওত কিছু বুদ্ধ না!

স্ফূর্ত্তি কর স্ফূর্ত্তি কর প্রত্যহ ও প্রত্যেকে,
আজকে আছি আজ ত বাঁচি—অন্য কথা ভাবছে কে?
মূর্খ থাকুক কর্ম্ম নিয়ে—ধর্ম্মে দিয়ে মন বাঁধা,
সত্য ছেড়ে মিথ্যা তেড়ে ধরতে যাবে কোন্‌ গাধা?

দেশের লোক

ঝরঝরে' ঘরখানি উলুখড়ে কোনমতে ছাওয়া,
মাটীর দেয়ালে ক'টা ফাঁক দেওয়া—আসে আলো হাওয়া
বাঁশের খুঁটিতে আঁটা পাশে দুটি দাওয়া পরিপাটি—
নিকান' গোবরজলে, ধারে ভাঙা দরমার টাটি।

আরো দুটি ঘর আছে—একখানি প্রাচীরের পাশে—
বাহিরের একচালা—লোকজন যদি কেউ আসে ;
ভিতরের গায়ে তারি পাকের চালাটি সবে তোলা,
কূপটী তাহারি ধারে, কাছে এক শস্যহীন গোলা।

গরুর চালাটি আছে আঙিনার এককোণ ঘেঁসে,
তারি ধারে সদরের আগলটী দেয়ালের শেষে ;
আঙিনার মাঝখানে গোটাকত গাঁদা ও দোপাটি ;
পুঁই ও পালঙ্-শাক—তারি পাশে লাউয়ের মাচাটি।

গাছপালা বেশী নাই, এককোণে ডালিমের গাছে
ছেঁড়া নেকড়ায় বাঁধা ফল ক'টা—কাকে খায় পাছে।
তারি কাছে ঝাড়-কত' দু'বছরে' করবীর চারা—
থোকা-থোকা রাঙা ফুলে এই শীতে সাজিয়াছে তারা।

তুলসীর মঞ্চটী—তাই শুধু ইঁট দিয়ে গাঁথা,
তক্‌তকে বেদীখানি—পায়না পড়িতে ঝরা পাতা ;
ঘরের গৃহিনী দিনে দশবার বেদীটি নিকায়—
মূর্ত্তিমান্ নারায়ণ—সাঁঝে নিজে দীপটি দেখায়।

নিয়ত প্রণাম করে—কাজ বা অকাজ সব ফেলে',
তাই পাশে দাগ-ধরা' সিঁথার সিঁদুরে আর তেলে ;
ছেলেটি তাহারি কাছে খেলা করে কাদামাটি নিয়ে,
যতবার ধূলা মাখে, ততবার ফেলে ঝাঁট্ দিয়ে।

রোজ আনে রোজ খায়—ঘরদ্বার কিবা হবে আর,
খেটে' এনে দিয়ে-থুয়ে বড় বেশী বাঁচে না যে তার!
ধর্ম্ম বল' কর্ম্ম বল' যাহা কিছু এই সুধু আছে—
ব্যথা পেলে বাহু তুলে' জানায় তা' আকাশের কাছে!

অবিচার অত্যাচার—ভাবে নিজ করমের ফল,
নয়নের জল ছাড়া তাই কিছু থাকেনা সম্বল ;
এই দেশ—এই লোক—হাসিও না শিক্ষা-অভিমানী,—
ধর্ম্ম জানে তার কাছে সত্য মূল্য কা'র কতখানি!

সত্যদাস

পণ্ডিতের পদ লভি' যেদিন বসিনু বেদগ্রামে,
সেইদিন প্রাতঃকালে ছাত্র এক সত্যদাস নামে
বিদ্যা অধ্যয়ন তরে মোর কাছে দাঁড়াইল আসি';
—এতটুকু শিশু একা! চেয়ে দেখি—দূরে আছে দাসী!

সযত্নে বসায়ে পাশে, শিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া তারে,
শুনিনু অনেক কথা সুমিষ্ট আত্মীয় ব্যবহারে;
পিতৃহীন, নিরুপায়, দরিদ্র সে—ঐ তার ঘর;
দাসী ভেবেছিনু যারে—মা তাহার, নহেক অপর!

ত্বরিতে আসন ছাড়ি' সসম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির—
মনে-মনে পাদপদ্ম পরশিয়া মৌন জননীর,
কহিয়া আশ্বাসবাণী, বালকের লয়ে শিক্ষাভার,
নিশ্চিন্ত করিয়া তাঁরে ফিরাইনু স্বগৃহে তাঁহার।

পাঁচ বৎসরের শিশু—সরল সুন্দর সুকুমার—
এহেন শৈশবকালে কোন্ প্রাণে জননী তাহার

পাঠাইল পাঠশালে—যদিও তা আঁখির সম্মুখে ;
বুঝিনু কিসের আশে—কি গভীর দারিদ্র্যের দুখে !

মাথায় বুলায়ে হাত, প্রাণে মনে আশীর্ব্বাদ করি'
বিবিধ কথায় গল্পে সকল সঙ্কোচ-শঙ্কা হরি'—
'বাড়ীতে ক'জন থাক ?'—শুধাইনু শিশুরে যখন,
উত্তরিল মৃদুকণ্ঠে—'বাড়ীতে আমরা পাঁচজন।'

'এই না বলিলে আগে—ভাই বোন আর কেহ নাই—
তুমি মার এক ছেলে ! আরও ত সে তিনজন চাই !'
তেমনি মধুরকণ্ঠে কহিল সে—'মোরা পাঁচজন—
মা ও আমি, ভোলা আর রাধারাণী আর নারায়ণ।"

'বাকী তিনজন কে কে ?'—শুধাইনু পরম বিস্ময়ে ;
গণনায় ভুল ভেবে বালক রহিল চেয়ে ভয়ে !
'রাধারাণী কে আবার—অন্য কেহ বাড়াতে ত নাই ?'
সে কহিল 'আছেই ত ; রাধারাণী সে মোদের গাই।'

'ভোলা সে কাহার নাম ?' হাসিয়া শুধানু তার কাছে ;
'জানেন না ? ভারি দুষ্টু সে এক কুকুর-ভোলা আছে ;
'নারায়ণ কে আবার ?'—নাম শুনি' প্রণমি' চকিতে
কহিল—'ঠাকুর তিনি—মা বলেন, বাস তুলসীতে !

প্রণাম করেন নিত্য—দিনরাত ডাকেন যে তাঁরে—
পাঁচ জন হ'ল নাক ?—কত আর বলি বারে বারে !'
'এই পাঁচজন বুঝি ?'—হাসিলাম পণ্ডিতের ভানে,
অন্তরে বুঝিনু ঠিক—সত্যবার্ত্তা শিশুতেই জানে !

শরৎরাণী

কোন্ প্রভাতের শিশির-ছাওয়া আকাশ-রথের সোয়ার হয়ে
শরৎরাণী বেরিয়েছিলেন প্রথম তাঁহার দিগ্বিজয়ে!
আলোর ঘোড়া সঙ্গে ঘোড়া—ইঙ্গিতে তাঁর চল্ল উড়ে'
হাওয়ার মত মুক্তবাধা, যুক্তগতি ত্রিলোক যুড়ে';
কোন্ অতীতে কোথায় হ'তে যাত্রাটি তাঁর নাইক জানা,
কিন্তু তাঁরি শক্তি আজও মর্ত্ত্যে আসি' দিচ্ছে হানা!

ঝঞ্ঝাবাহন পিঙ্গ-নয়ন মেঘের চূড়া মাথায় পরা,
বিদ্যুৎ-অসি হস্তে ধরা' পৃষ্ঠ-তূণে বর্ষা ভরা,
কৃষ্ণবরণ অন্ধ শ্রাবণ অম্নি কোথায় পড়্ল সরে',
দিশ্বধূরা চাইল ফিরে' হাস্যালোকে বিশ্ব ভরে';
দৈত্য-হাতে মুক্তি লভি' ফুল্ল ধরা তৃপ্তি-সুখে,
দীপ্তিভরা চক্ষু মেলি' দিগ্বিজয়ীর দৃপ্ত মুখে।

শরৎরাণীর উষ্ণীষেতে সূর্য্যদেবের বহ্নি জ্বলে,
কণ্ঠে তাঁহার চন্দ্রকলার মুক্তামালার দীপ্তি ঝলে;
নেত্র-তারায় জ্বলছে তারা, আস্যখানি হাস্যে মাখা,
বক্ষবাসের স্বর্ণ-চেলি রৌদ্ররাগের বর্ণে আঁকা;
শুভ্রশুচি রৌপ্যরুচি সৌদামিনী স্তব্ধকায়া—
হিমাচলের যোগ্য মেয়ে, যোগেশ্বরের যোগ্য জায়া।

দ্যুলোক হ'তে ভূলোক-পথে এলেন রাণী ধরার দেশে,
সিন্ধুমাঝে শঙ্খ বাজে, ফুল্ল সরিৎ ফেল্ল হেসে ;
দীঘির কূলে উঠল দুলে' কাশের চামর হঠাৎ ঝলি',
ছাতিম দাঁড়ায় ছত্র ধরি', শিউলি ছিটায় লাজাঞ্জলি ;
স্থল্-কমলে জল্-কমলে পৃথ্বিরাণীর মর্ম্মখানি
উঠল ফুটে' এক পলকে, যুক্ত হ'ল পদ্মপাণি ।

কৈলাস হ'তে তুই কি এলি, তুই কি মা সেই শরৎরাণী,
তোরই ত মা নামটি উমা, তোরই স্বামী ত্রিশূলপাণি !
গিরিরাজের গৌরী মোদের, মা-মেনকার নেত্রতারা,
মুছিয়ে দে মা আজকে তবে সন্তানের এ অশ্রুধারা ;
বিজয়রাণী, জয় করে' নে এক নিমেষে আবার ফিরে'
নয়ন-জলের বন্যা-ঘেরা চরণ-তলের রাজ্যটিরে ।

এলি যদি, আয় তবে মা, বঙ্গে আবার সঙ্গে লয়ে
রঙ্গভরা হাসির মেলা আগের মতন, আয় অভয়ে !
অন্নহারা বস্ত্রহারা সৃষ্টিছাড়া নিঃস্বদলে
এক পলকে আন্ মা ডেকে তোর বরাভয় ছত্রতলে ;
কাটিয়ে দিয়ে মনের মসী, টুটিয়ে সকল দৈন্যদশা,
শারদে মা, এই শ্মশানে আনন্দ-হাট আবার বসা ।

গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর গঙ্গাসাগর বলে সকল লোকে—
মাগো, এবার গঙ্গাসাগর চল ;
অনেক দিনই শুন্‌ছি কানে—দেখ্‌ব তাহা চোখে,
এদেশ ওদেশ সব ত দেখা হ'ল।

কদিন হ'তে সেই কথাটাই উঠ্‌ছে মনে জেগে—
সেইখানে সেই সাগর-কোলের কাছে,
শরীর আমার জুড়িয়ে যাবে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে,
সেরেই যাবে অসুখ যাহা আছে!

ওকি! তুমি হঠাৎ কেন উঠ্‌লে অমন করে',
চম্‌কে কেন উঠল তোমার বুক ;
দেখ্‌ছি আবার—চক্ষে তোমার জল যে এল ভরে'—
ওকি! আবার ঢাক্‌ছ কেন মুখ?

এমন কথা কি বলেছি, লাগল মনে ব্যথা,
বলেছি কি এমন কিছু ভুলে' ;—
রোগা মানুষ—হ'তেও পারে! হয়ত এমন কথা—
তাই বলে' তা' মা কি কানে তুলে!

বাজ্‌ল কটা ? আকাশে কি মেঘ করেছে আবার,
আঁধার ভারি, পিদিম জ্বাল' ঘরে,
সন্ধ্যা যদি হয়েই থাকে—ওষুধ তবে খাবার
সময় আবার এল খানিক্ পরে !

ওষুধ, ওষুধ—ওষুধ খেতে পাচ্ছিনাক আর,—
কিচ্ছু আমার হচ্ছে না—সব মিছে ;
দেখ্‌লে ত মা, নতুন নতুন বদ্দি অনেকবার,
তিনটে বছর কাট্‌ল পিছে-পিছে ।

ভেবেছিলাম তাইতে মনে, এসব ছেড়ে-ছুড়ে,
এমন একটা যাব নতুন ঠাঁই,
নামটা যাহার অনেক দিনই মনটা আছে জুড়ে',
কিন্তু তবু চোখের দেখা নাই।

গঙ্গা যেথায় সাগর-গায়ে অঙ্গ ঢেলে সুখে—
সকল জ্বালা জুড়ায় তাহার শেষে ;
জানা যেথায় অজানারে জড়িয়ে ধরে বুকে,
চেনা যা—তা অচেনাতে মেশে।

বাহির যেথা ঘর হয়ে যায়, পর সে আপনার,
দূর—সে আসে এগিয়ে কোলের কাছে,
বড় যা, তা ছোটর সঙ্গে মিলিয়ে একাকার,
উঁচু যেথায় নীচুর আদর যাচে।

ঊর্দ্ধে আকাশ নিম্নে সাগর—আদিঅন্তহারা—
দু'ধার থেকে ধরে তাহার কর,
এমন তীর্থ কোথায় আছে—মাগো, এমন ধারা—,
কোথায় বল পাবে ধরার পর !

তাই ত আমি বলেছিলাম গঙ্গাসাগর যাব,
কোথাও আর যেতে চাইব নাক ;
সেইখানে ঠিক সকল জ্বালার শান্তি আমি পাব,
মাগো ! আমার এই কথাটা রাখ'।

সত্যি কথা বলব কি মা, দেখি ঘুমের ঝোঁকে—
সন্ধ্যা যেন এল আকাশ ছেয়ে,
হুহু করে' ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে মুখে চোখে,
সাগর তীরের ওপার থেকে বেয়ে।

তোমার কোলে শুয়ে আছি, চেয়ে তোমার মুখে,
গাঙচিলেরা উড়ছে আশে-পাশে,
লাগছে গায়ে পাখার হাওয়া—কেমন যেন সুখে
আস্তে আস্তে চোখটি বুঁজে' আসে।

তারি মধ্যে হঠাৎ যেন ঢুক্‌লো কানে এসে
কার যেন বা ভারি মধুর ডাক,
তোমার মতন অম্‌নি স্নেহে, অমনি ভালবেসে—
ওমা ! আবার কাঁদছ ! তবে থাক্‌।

বলব না আর কোন কিছু—তুলব না আর মুখে
সে সব কথা—কষ্ট যদি পাও,
মাগো আমায় ক্ষমা কর—লওমা টেনে বুকে,
মাথায় আমার পায়ের ধূলা দাও !

দিদি, দিদি—দেখ্‌ত এসে কি হ'ল বা মার,—
দিদি ! আমায় ধরুনা একটু তুলে' ;
মাগো, ওমা—গঙ্গাসাগর বলবনাক আর,
গঙ্গাসাগর যাব এবার ভুলে' !

আলোর মেলা

ঐ যেখানে নীল পাহাড়ের নীচে
ভুট্টাক্ষেতের পিছে,
সারি সারি শালের গাছে ঘেরা—
রাঙামাটীর মাঠের উপর ধেনু চরায় রাখাল বালকেরা—
কালো-কালো, মোটা সূতোর খাটো কাপড় পরা,
স্বাস্থ্যে শরীর ভরা ;
ওরি পাশে—ঐ যেখানে ধোঁয়ার মতন গাছের মাথা জাগে,
একশ' বছর আগে
আমি ছিলাম ছোট্ট একটি গাঁয়ে—
শীর্ণ একটী গিরিনদীর কোলের কাছে মউলবনচ্ছায়ে।

ক্ষেতের কাজে ধেনুর মাঝে পলাশবনের পারে
নীল পাহাড়ে ঝরণাতলার ধারে—
দিনগুলি মোর বয়ে যেত ঝরণাধারার মত,
নুড়ির মতন বাজত শুধু কানের কাছে সহজ অভাব যত ;
গাছে উঠে' সাঁতার কেটে, লাফিয়ে পাহাড় থেকে,
হেসে খেলে নেচে গেয়ে হেঁকে
কাটিয়ে দিতাম বেলা—
জীবন যেন মনে হ'ত খেলা।

পিয়ালবনের পাশে
প্রভাত আস্‌ত দুধের বন্যা খেলিয়ে নীলাকাশে ;
সন্ধ্যা আস্‌ত নেমে
শালের বনের শাখায় শাখায় থেমে থেমে,
ঝিঁঝির ঝাঁঝর বাজিয়ে পায়ে-পায়ে—
আলো-কালোর পাখ্‌না দুটি বুলিয়ে দিয়ে বসুন্ধরার গায়ে।

বিজ্‌লি বলে' ছোট্ট একটী পাহাড়পারের মেয়ে
ঝরণা হ'তে নিত্যি যেত নেয়ে,
ভরে' নিয়ে কোলের কলসখানি ;
ঘটের বারি মুখের পানে চেয়ে তারি করত কানাকানি,
কি আনন্দে—মনে হ'ত, আমি তাহা জানি !
দিনগুলি মোর এম্‌নি করে' কাট্‌ত কলস্বরে,
পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পাহাড়ঘেরা বনভূমির 'পরে !

এমন সময় একদা এক সাঁঝে—
সুদূর মাঠের মাঝে,
কোথায় থেকে ভারি একটা আলোর মেলা বস্‌ল জেঁকে এসে ;
হুলুস্থূলু পড়ে' গেল দেশে।
সবাই বল্লে, যাব যাব—অন্ধকারে লাগেনা আর ভালো,
আলো আলো—দেখব মোরা আলো !

আমার সাথে আরো অনেক জনা

যাত্রা করল মেলার দেশে আলোর ডাকে উদাসী উন্মনা।

গিয়ে দেখি, কি যে চমৎকার—

শোভার বাহার, রঙের বাহার—তুলনা নাই তার!

আস্তে-আস্তে কইনু বারেক—দীপ্তি চেয়ে দাহই বেশী যেন!

সবাই হেঁকে বল্লে অম্‌নি—ননীর পুতুল! আসতে গেলে কেন?

অপূর্ব্ব সে সমারোহ, অশেষ তাহার কথা—

অনন্ত তার রূপরাশি, অফুরন্ত আবেগ চঞ্চলতা!

সজ্জাসাজের নাইক অন্ত, যন্ত্রতন্ত্র নানা—

বৃহৎ ক্ষুদ্র বিচিত্র কারখানা;

একে-একে আলোকশিখায় পড়ল আঁখি 'পরে—

সংখ্যাহারা বস্তুরাশি সুবিন্যস্ত স্তরে স্তরে স্তরে।

শিখে' শিখে' পাক্‌ল মাথা, দেখে' দেখে' দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ—

এম্‌নি করে চলল কেটে দিন

আলোর মেলার দেশে,

নূতন দেখার উৎসাহে আর নূতন শেখার অনন্ত আবেশে;

এমনি হ'ল—দীপ্তি ছাড়া দেখতে পাইনা চক্ষে,

একটুকু তার কম্‌তি হ'লে থাকেনা আর রক্ষে।

কোথায় গেল ঘরের কথা, ক্ষেতের ফসল, অভ্রনদীর পার,

নীল পাহাড়ে ঝরণাতলার ধার,

বিজ্‌লি মেয়ের উজল কালো আঁখি,—
মনের চোখেও লাগল্ ধাঁধা অষ্টপ্রহর আলোর মধ্যে থাকি'

আধ শতাব্দী গেল কেটে—
আলোর দেশের জিনিষ দেখে' আলোর দেশের পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে
সেদিন রাতে বসে' আছি মেজের উপর জ্বালিয়ে নিয়ে বাতি
কেতাব খোলা সম্মুখেতে, কথার উপর কথার মালা গাঁথি'
চল্‌ছি ভীষণ তোড়ে :
এমন সময় হঠাৎ হুহু করে'
পূবে হ'তে এল একটা ঝড়ো' বাতাস—
নিবিয়ে গেল আলো ক'টা—কি সর্ব্বনাশ !
পুঁথি পড়া বন্ধ একেবারে ;
চম্‌কে উঠে' চেয়ে দেখি চারিধারে
আকাশ ঘিরে' চুপটি করে' বসে' আছে কারা ?
ওরে ওরে ! পূর্ণিমারাত যায়নি আজো মারা !
জ্যোৎস্না-মরাল ঐ ত মেলে' ডানা
কোন্ জননীর স্নেহ নিয়ে পাহারা দেয় শিশুকুলায় খানা।
তারি ডানার শুভ্র পাখাগুলি
চারিধারে আকাশ ভরে' ফুলের মতন উঠছে দুলি' দুলি' !
ওরে ওরে, এযে দেখি মাতৃস্তনের স্নিগ্ধ সুধাধার ;
এ যে দেখি স্নেহের বন্যা—আকাশ-ভরা লাবণ্য-জুয়ার !

এ আলো যে নিবায় না রে—দেহ মনের এ যে শুভদৃষ্টি !
মলিন হাতের সৃষ্টি—
দাহভরা দীপ্তি দিয়ে তারেই রেখে দিয়েছিলাম দূরে ;
কোন্ বিধাতার আশীর্ব্বাদে আজকে আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে'
বাজে তারি আবাহনের শাঁক—
ক্ষীরোদসাগর হ'তে যেন ডাকেন লক্ষ্মী ঘরের ফেরার ডাক !
এ স্নেহ যে গৃহ চেনায়—এ আলো যে নত করায় মাথা,
এ মধু ডাক ভিজায় আঁখির পাতা !

এক নিমেষে গেল টুটে' সকল বাধা,
মনে হ'ল, হায়রে অন্ধ ! এ দৃষ্টি তুই দিয়েছিলি কোথায় বাঁধা !
পড়্ল মনে ফিরে'—
সহজ সুখের শান্তিভরা পল্লীমাকে অমনি ধীরে ধীরে ;
পড়্ল মনে, সারি-সারি শালের বনে ঘেরা
রাঙামাটির মাঠের উপর ধেনু চরায় রাখাল বালকেরা ;
মনে হ'ল—ঘরের কথা ক্ষেতের ফসল অভ্রনদীর পার,
নীল পাহাড়ে ঝরণাতলার ধার,
বিজ্‌লী মেয়ের উদার কালো আঁখি—
চোখের নেশায় আর কি ভুলে' থাকি ?
ফিরে' এলাম তাই—
মনের চোখে সেদিন আমার নেশার বালাই নাই।

গোবিন্দ দাস

যা দিবার দিয়াছ ত— আর কেন ? যাও তবে সরে'—
বাঁচিয়া মরিয়াছিলে, পার' যদি বাঁচ আজ মরে' !
পিছনে চেওনা আর দেখিবারে মিথ্যা অভিনয়—
ভক্তি-অশ্রু শোক-সভা স্তুতিমুগ্ধ বিষণ্ণ বিনয়,
দেশ-যোড়া লেখনীর আন্দোলন -- সবই হবে ঠিক ;
হিয়াহীন হাহাকার কালীতে ভরিবে চারিদিক !
জীবনে দিবনা অন্ন, মরণে স্মরণচিহ্ন লাগি'
দানসাগরের ফর্দ্দ হাতে লয়ে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য মাগি'
ফিরিব দেশের দ্বারে, ভিক্ষায় সারিতে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া ;
তার বেশী চাহিওনা—সে ত মোরা শিখিনি দেখিয়া !

পুষিব বনের পাখী— দিনরাত শুনাইবে গান—
এই সর্ত্ত তার সাথে ; মোরা শুধু ভরি' লব কান
অবসর-ক্ষণে কভু । শস্যকণা যদি চাহে প্রাণী—
তবে সে বনেরই জীব—তার তরে লজ্জা শুধু মানি !
দেহান্তে কেন বা তবে আস্ফালন, কেন এ শিষ্টতা ?
এ শুধু সৌখীন শোক, এ সেই বিলাস-বান্ধবতা !
দরিদ্রকন্যারে আনি' আমরণ বঞ্চি' নিজ ঘরে,
বধূত্বের ঋণ শুধি, জাননা কি, শ্রাদ্ধ আড়ম্বরে !

আজন্ম উচ্ছিষ্ট-পুষ্ট বিড়ালের বিবাহ দি' যবে
লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করি'—তাহারে কি পশুপ্রীতি ক'বে ?

অরণ্যের প্রিয় পিক ! শেখ নাই সভ্যতার বুলি,
তুমি শুধু গেয়ে গেছ তেজোতীক্ষ্ণ কণ্ঠখানি খুলি'
স্বভাব-সহজ ছন্দে, পূর্ণ করি' পল্লীর আকাশ—
প্রাণবান প্রতিভার বাণীবিদ্ধ বিচিত্র বিকাশ !
ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র দুঃখ নিত্য ঘিরি' আছে যা মানবে,
তুমি গাহিয়াছ, তাহা ক্ষুদ্র বলি' তুচ্ছ নহে ভবে ;
এ বিশ্বের বড় যাহা—দৃষ্টিরোধী পর্ব্বতপ্রমাণ,
তাহাই কেবল হেথা নহে নহে নহে মহীয়ান ;
বাহিরের বিশালতা বিরাটের মূর্ত্তি নহে কভু,
মনের কণ্টকব্যথা সূক্ষ্ম দুঃখ মানবের প্রভু—
নিত্য নিয়মিত যাহা করিতেছে অজ্ঞাত সৃষ্টিরে,
বাহ্য আবরণ ভেদি' অন্তরালে পাঠায়ে দৃষ্টিরে !

দরিদ্র গৃহস্থ চাষী—নিখিলের মৌন অন্তঃপুরে
তোমার স্নেহার্দ্র ধ্বনি ফিরিয়াছে সুধাস্নিগ্ধ সুরে ;—
করুণার মোমে মাখা মমতার সুধা-প্রস্রবণ
সর্ব্বত্র ঝরায়ে দিয়া সৃজি' নব সৌন্দর্য্য-নন্দন ।
তুমি গাহিয়াছ, প্রেম রাজ্য ত্যজি' আছে বনবাসে ;—
গৃহস্থের ভাঙ্গা ঘরে, দরিদ্রের পাতার আবাসে ;

যেথায় নিভৃত প্রান্তে অরণ্যের প্রশান্ত সীমায়
অমৃতের পুণ্য ফল্গু শব্দহীন ধীরে বয়ে যায় !

যে 'অতুল'-স্নেহচিত্র আঁকিয়াছ কুটীর-অঙ্গনে,
তুলনা তাহার, কবি ! হেরি নাই কভু এ নয়নে ;
নিকুঞ্জের পরভৃৎ ! শিখিতে পারনি পোষা বুলি,
ধনীর উদ্ধত দর্পে কণ্ঠ তব যায় নাই ভুলি'
সহজস্বভাব-দত্ত প্রকৃতির অজেয় সম্মান,
কুহু কুহু করি' তাই ধিক্কারি' করেছ প্রত্যাখ্যান—
যা কিছু অন্যায় মন্দ পড়িয়াছে আঁখির সম্মুখে,
বিনিময়ে বিষদিগ্ধ তীক্ষ্ণ শর পাতি' লয়ে বুকে !

বাণীর বরেণ্য পুত্র ! বাঙ্গালীর কলকণ্ঠ কবি !
আজি তুমি কথাশেষ—মধু অন্তে মুদিত মাধবী।
রোগে শোকে দুঃখে দৈন্যে বুক চিরে' ছিঁড়ে' ফেলে' গলা
শুনাতে চেয়েছ—থাক্—কি কাজ সে কথা ফিরে' বলা !
ভাষারে কি দিয়ে গেছ—তাই বা বলিয়া কোন্ কাজ !
শুধু জানি আমাদের ছেড়ে তুমি চলে' গেছ আজ
কাব্যের অমৃতলোকে—যেথায় দৈন্যের নাহি গ্লানি,
আপনি সাধিয়া যেথা দীন হস্তে দেবী বীণাপাণি
সাজিছেন বর রত্নে, 'কুঙ্কুম' 'কস্তূরি' করে ধরি'
'চন্দন' ও 'ফুলরেণু' বক্ষে পরি' ত্রিলোকসুন্দরী

হাসিছেন পদতলে বিমুগ্ধ ভক্তের পানে চাহি'।
সেথায় কি নব গান কোন্ ছন্দে উঠিতেছ গাহি' ;—
শুনিতে পাবনা মোরা। কিন্তু হায়! আর কেন? থাক্—
যে গেছে সে যাক্ চলে'—মুগ্ধবাণী হউক্ নির্ব্বাক্!
কি হবে কথায় মিছে—কথার অতীত সে যে আজ ;
প্রগল্‌ভ বচনে আর বাড়াব না কলঙ্কের লাজ।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

কে বলিল ? মিছা কথা ! কবি নাই—কে বলিল, নাই !
ওকথা বলিতে আছে ? ষাট্ ষাট্, বালাই বালাই।
বাছা যে অমর মোর—জানিস্ না তোরা এতদিন ?
অথচ করিস্ বাস তারি সাথে, ওরে লজ্জাহীন,
এক সঙ্গে এক ঘরে, আমারি কোলের কাছে বসি',
সেই মুখে শিখি' ভাষা ; পোড়া ভাগ্য— কারেই বা দোষি
ভাই চেনেনাক ভায়ে, যে ভাই ভায়ের মত ভাই,
যে ভাই মরণজয়ী—তারে আজ বলে কিনা, নাই !
ভাষা আছে, কবি নাই—এ কথা কি সত্য হ'তে পারে ?
বালাই বালাই, ষাট্—মরণের সে কি ধার ধারে !

এই ত আছিস্ তোরা, এই ত বলিস্ তার কথা,
মুখে-মুখে তারি নাম, বুকে-বুকে জাগে তার ব্যথা ;
গৃহস্থের ঘরে-ঘরে কোণে-কোণে ভাঁড়ারে-ভাঁড়ারে,
'নারী মঙ্গলের' মাঝে সদাই দেখিতে পাই তারে ;
'আটপৌরে রাঙাপেড়ে সাড়ী'খানি, সে যে তারি দান,
'ইন্দুমুখে গালভরা হাসি'টুকু তারি ত সন্ধান !
'গৃহ-শকুন্তলা' গুলি বেড়ে উঠে গৃহ-তপোবনে—
'একরাশ কালোচুল এলো করি' বঙ্গেরই অঙ্গনে !

বাড়ীভরা ছেলে-মেয়ে—'শিশু-নাগাসন্ন্যাসী'র দল
করতালি দিয়ে নাচে,—কে নাচায় কল্পনা-কুশল !

'বিধবার আসি' হেরি' কার চক্ষে অশ্রু নাহি ফুটে,
'শ্যালীর পায়ের মল'-এ বক্ষ কার নেচে নাহি উঠে ?
'সর্ব্বতীর্থসার' মার মধু ডাকে মন যদি ভরে,
'হরিমঙ্গলের' গানে প্রাণে যদি শান্তিসুধা ঝরে,
'অশোকের গুচ্ছ' যদি স্পর্শে তার হয় আরো লাল,
তারি তলে খেলা করে ঘরে-ঘরে আনন্দদুলাল ;
প্রিয়া যদি তারি মন্ত্রে হয়ে উঠে প্রাণ-প্রিয়তমা,
'বিপদের শাঁক মূর্ত্তি' তারি বরে চিত্তমনোরমা,—
তবেই ত মরেনি সে, তোদেরি দৈনিক সুখে-দুখে,
ঘরে-ঘরে বেঁচে আছে—আহা ! তাই বেঁচে থাক্ সুখে।

কাব্যের 'সোনার তরী' লেগেছিল যার বক্ষকূলে
একদিন বাঙ্গলায়—সে দিন কি গিয়েছিস্ ভুলে' ?
সে তরী ভিড়ে কি কভু ধরণীর যে কোন বন্দরে !
সে যে অ-মরার দেশ—জানিস্‌না তোরা কি অন্ধ রে !
প্রেমের সে নবদ্বীপ ভাবের সে নব বৃন্দাবন,
ভক্তির সে বারানসী কল্পনার নবীন নন্দন—
সে হাট কি ভাঙ্গে কভু, সে নির্ঝর কভু রসহীন,—
মানব চিত্তের তীর্থ সে যে নিত্য অম্লান নবীন !

আত্মার অনন্ত ধারা যুগে-যুগে সেথা নিস্যন্দিত,
তাহারে করিবি ক্ষুণ্ণ, তোরা কি রে এতই পতিত ?
বঙ্গের কবীর কবি, ভক্তিরসে সিদ্ধ সুরসিক,
বিলাসবিমুক্ত পথে মৌন যাত্রী নিষ্কম্প নির্ভীক,
ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্ত্তি—নিষ্ঠার কাঠিন্য দিয়ে গড়া,
অথচ শিশুর মত সরল হাসিতে মুখ-ভরা ;
শ্রীকৃষ্ণের পাঠশালে প্রেমে-পড়া পড়ুয়া প্রবীন
ভক্তি-মান-এ চিরাধ্যায়ী অনুত্তীর্ণ যেন চিরদিন :
মুক্তিকামী মহাপ্রাণ—সে প্রাণে করিবি অস্বীকার—
আত্মার বর্ত্তিকা সে যে—চিরদীপ্ত চির নির্ব্বিকার !
যা বলার, বলেছিস, বলিসনে আর, কবি নাই—
সে কি মোর যে-সে পুত্র ! ষাট্ ষাট্, বালাই বালাই !

আষাঢ়

আষাঢ় হ'ল আসন্ন আজ আকাশতলে,
সেই কথাটা বল্‌বে বলে' চোখের জলে ;—
যে কথা তার ব্যথার মত বুকের 'পরে
রয়েছে আজ নিবিড় হয়ে বরষ ধরে' !

কার বিরহের বেদনাতে বচনহারা,
কিসের লাগি' বুক-ফাটা এ নয়নধারা !
দিনে-রাতে অশ্রুপাতে দীর্ঘশ্বাসে
যায় না ঝরে'—এমন কঠিন কোন্ ব্যথা সে !

মনের কথা বল্‌তে চাহে, ভাষা নাহি—
আঁধার মুখে তাই সে কেবল আছে চাহি' ;
বল্‌তে গিয়ে তবু যে সে বল্‌তে নারে,—
তাইতে আরো ভেঙ্গে পড়ে নয়নধারে !

পারুক কিংবা বল্‌তে নাহি পারুক বা তা',
মুখ দেখে' তার মলিন ধরা নোয়ায় মাথা ;
মেঘে-মেঘে গুম্‌রে ছুটে গুরু-গুরু,
আকাশ পরে ঘনিয়ে উঠে কালো ভুরু !

নীপের শাখা শিউরে' উঠে ফুলে-ফুলে,
নদীর বারি ডুক্‌রে' ছুটে কূলে কূলে ;
দিনের আলো নিবায়, ভেবে—হ'ল কি যে,
বনের চোখে শুক্‌নো পাতা উঠে ভিজে !

এই যে ব্যথা, এই বেদনা ভাষাতীত—
প্রাণের মাঝে প্রাণ দিয়ে তা জেনেছি ত !
তবু আমি বুঝাতে যে পার্‌ছি না তা—
আষাঢ় সাথে কেন ভিজে আঁখির পাতা !

শ্রাবণী

কোথায় চলেছ তুমি নিরাভরণে—
ঘন নীল শাড়ীখানি পরা' পরণে !
সমুখে দেখ না চেয়ে
চলেছে গোপের মেয়ে—
কতনা ভূষণ বাজে করে চরণে ;
তুমি চলিয়াছ শুধু নিরাভরণে।

কেহ বা শ্যামলী শ্যামা কেহ বা গোরী—
চলকি-ঝলকি' রূপ পড়িছে ঝরি' ;
আঁধারে তনুটি ঢাকি'
চমকিছ থাকি-থাকি'—
সবারে এড়ায়ে চল সুদূরে সরি' ;
মেঘেতে বিজলী-আভা রহে আবরি !

সকলেরি চোখে মুখে কত না হাসি,
তোমারি নয়ন কেন যেতেছে ভাসি' ?
যার যাহা মনে আসে—
কথা কয় হাসে ভাষে,
আননে হিয়ার আশা উঠে উছাসি' ;—
তোমারি নয়ন কেন যেতেছে ভাসি' ?

জাগরণী

গরজি' শ্রাবণ-দেয়া ভ্রুকুটি হানে,
পবন মেতেছে সাথে কেন কে জানে!
ঝর ঝর ঝরে জল---
বন পথ পিচ্ছল,
চঞ্চল গোপীদল মানা না মানে ;
আগুসরি' চলে তবু সুদূর পানে!

কোথায় বেজেছে বাঁশী যমুনাকূলে—
কোথা কোন্ ফুলে-ভরা কদমমূলে ;
তাই বুঝি দলে দলে
গৃহ ত্যজি' সবে চলে ;
তুমিও কি চল সেথা বাঁশীতে ভুলে'—
কালো জলে ভরা সেই যমুনা কূলে!

অদূরে তমালবনে ঘনা'ল কালো'—
সবারে এড়ায়ে একা চলা কি ভালো?
ত্বরা চলি' লহ সাথ,
নিবিড় শ্রাবণ রাত—
কি করি' চিনিবে একা পথ ঘোরালো ;
কালো কি তোমার চোখে দেখালো আলো!

ওগো সাহসিকা, কথা কহ একবার—
বারেক জানাও শুধু বেদনা তোমার।
জানি সে পাগল ডাকে
কেবা কোথা ঘরে থাকে !
লাজ মান ভয় সব হয় পরিহার ;
চোখে তবে জল কেন, কি ব্যথা তোমার ?

তুমি কি রাজার মেয়ে—তুমি রাধিকা !
কানুর প্রণয়ে কেনা চিরারাধিকা !
রতন ভূষণ সাজে
তোমার কি যাওয়া সাজে,
তুমি যে কালার দাসী সেবাসাধিকা,—
তাই আভরণহীনা তুমি রাধিকা !

গোপীর আননে হাসি হেরিয়া হরি
হরষে বসায় পাশে আদরে ধরি' ;
সোহাগ জানায়ে শেষে
বিদায় করিবে হেসে,
তোমার চোখের বারি মুছাতে, মরি !
কাঁদিয়া সাধিবে সে যে রজনী ভরি'।

নীলবাসে ঢাকা তনু যাহার তরে,
সে নীল হেরিবে তাহা নয়ন ভরে'।
অতুল সে প্রেমখানি
সফল হইবে, জানি—
নীলমণি বুকে সারা যামিনী ধরে';
হরষে ব্যথায় তারো নয়ন ঝরে!

প্রণয় যে হাসি নয়, শুধু আঁখিজল,
পলকে হারায় সে যে—পলকে বিকল
তোমার প্রাণের হরি
জানে যে তা ভালো করি';
চেনে সে প্রাণের সেবা, তাই সে পাগল—
তোমারি প্রেমের লাগি' খোঁজে নানা ছল!

বিচিত্রা

তোমারে নূতন করে' হেরিব নয়ন ভরে'
তাই চির-পুরাণ' এ আঁখি,
আলসে বিলাসে কাজে নিতি নব-নব সাজে
সাজাইতে চাহে থাকি-থাকি' !
তুমি তাহে মর লাজে, কভু বুকে ব্যথা বাজে,
বুঝিতে পারনা তা যে, প্রিয়ে,
তাই মিছে কর রোষ পায়ে-পায়ে ধর দোষ,
শত প্রশ্ন সেই কথা নিয়ে !
শরতে সোনালি আলো চোখে মোর লাগে ভালো,
শেফালির বৃন্তরাঙ্গা বাসে
ঘেরিয়া ও অঙ্গখানি কি আনন্দ মনে মানি—
কহিতে পারিনা তাহা ভাষে ;
বসন্তের লঘুবায় হৃদয়ের কিনারায়
যে হিল্লোল হানে আচম্বিতে,
রূপের মাঝারে তারে চক্ষু ভরি' হেরিবারে
তোমারে চাহে সে মূর্ত্তি দিতে ;
আষাঢ়ের মন্দ্রমাঝে যে ব্যথা গুমরি' বাজে
সজল করুণ মূর্চ্ছনায়,
তারি শ্যাম বর্ণ ছানি' মেঘলা বসনখানি
জড়াইতে অঙ্গে তব চায় !

এলো করি' কালো চুল   দুলাইয়া কর্ণফুল
সাজাইয়া ফুল-আভরণে,
শতবার শতরূপে   চেয়ে দেখি চুপে-চুপে,
চোখে জল আসে অকারণে !

এততেও তৃপ্তি নাই   আরো চাই আরো চাই—
ভাবের বিচিত্র দিক দিয়া,
সুখে দুখে লাজে ভয়ে   অনুনয়ে অবিনয়ে
তোমারে হেরিতে চাই প্রিয়া ;
তাই কভু সমাদরে   টেনে লই অঙ্ক 'পরে
চেয়ে দেখি মুদিত ও মুখ.
কভু বা কপট রোষে   কাঁদাইয়া অসন্তোষে
ব্যথা দিয়া লভি নব সুখ ;
সুগোপন আলাপনে   ডেকে আনি সখীজনে.
সরমে মরিয়া যাও যবে,
লাজে রাঙ্গা সে বয়ান   ছল ছল অভিমান
সে সুখের তুলনা কে কবে !
গুণ্ঠন খসায়ে টানি'   কুটিল কটাক্ষখানি
টেনে আনি চোখের সন্ধানে,—
সে আঘাতে মরে' বাঁচি,   সে মৃত্যুর কাছাকাছি
কোন তৃপ্তি মন নাহি জানে !

হেরি' এ অশান্ত হিয়া তুমি মনে ভাব প্রিয়া—
নিতান্ত চপল এ যে, হায় !
সত্যই আমি যে তাই, চাঞ্চল্যের অন্ত নাই,
অপরাধ লইনু মাথায় ।
নূতনের প্রলোভন ভুলায় এ মুগ্ধ মন,
আজীবন করিয়া স্বীকার,
তবু জানি মনে-মনে খ্যাতিহীন এ জীবনে
তুমি মোর প্রাণের সেতার !
বসন্তে বাহারে দেশে মল্লারে যোগিয়া বেশে
বিভাসে পরজে সোহিনীতে,
তুমি মোর বক্ষ 'পরে বাজিও বিচিত্র স্বরে
নব-নব অপূর্ব্ব সঙ্গীতে !

আসল কথা

অমন করে' চেয়োনা আর—
দেখ্‌ছ না, ঐ দূরে আকাশ 'পরে,
তারারা চোখ মিটমিটিয়ে
চাওয়া-চাওয়ি করছে পরস্পরে ;
আবার শোন, সন্ধ্যা-হাওয়ায়
সেই কথারি হচ্ছে কানাকানি—
এরি মধ্যে চারিধারে
কেমন করে' পড়্‌ল জানাজানি !

আবার কেন, শুনেইছি ত—
মিথ্যা ব্যথা বাড়িয়ে কিবা ফল !
পারব না যা—মিছা কেন ?
ছাড়্‌বেনা কি দেখে' চোখের জল ?
সর' সর'—পথ ছেড়ে দাও,
হচ্ছে দেরী—কাজ যে আছে বাকী—
ঐ শোন, কে ডাক্‌ছে আবার—
এরি মধ্যে সন্ধ্যা হ'ল নাকি !

সন্ধ্যা নয় ত—মেঘ করেছে ;
এক্ষণি ঝড় আস্‌বে আকাশ ছেয়ে,
জান্‌ছি পথে কষ্ট পাবে,
বৃষ্টিজলে উঠ্‌বে ভিজে নেয়ে !
কখন থেকে বল্‌ছি যেতে,—
আমার কথা—শুন্‌বে না ত কানে,
রোগা শরীর—পথের মাঝে
ঠাণ্ডা লেগে কি হবে কে জানে !

একটু না হয়,—বসে'ই দেখ ;
যে ঝড় এল—যাবেই বা কি করে',
আমিও কাজ সেরেই আসি—
আবার কেন রইলে দুয়োর ধরে' !
বাদ্‌লা বাতাস লাগ্‌ছে গায়ে—
সে দিকে হুঁস হবে সে আর কবে ?
তাইত বলি—এমনতর
ক্ষ্যাপা মানুষ ! কি দশা যে হবে !

—না না, আমি শুন্‌ব না আর
কোন কথা এমন করে' একা;
হাওয়ার হাঁকে ঘুরছে মাথা,
বৃষ্টিধারায় চক্ষে না যায় দেখা ;

বাদল বায়ে কাঁপ্‌ছে দেহ—
কে ঐ শোন, কাঁদ্‌ছে নীচের তলায়,
ওমা, চোখে জল এল যে !
কোনখানে দোষ হ'ল বা কি বলায় !

একি—তুমি সত্যি গেলে !
যা ভেবেছি তাই কি হ'ল শেষে ?
কেমন করে' যাবে তুমি—
বৃষ্টিধারায় পথ যে গেছে ভেসে !
অবুঝ হয়ে এমন শাস্তি
দিলে আমায়—এম্‌নি অভিশাপ—
না-হয় আমি ভুল করেছি,
তুমি না-হয় করতে আমায় মাপ !

ভাব্‌তে আমি পারি না যে—
না-হয় যেতে একটুখানি বাদে—
নিজের দেহে দণ্ড নিলে
এম্‌নি করে' পরের অপরাধে !
পথের মাঝে জলে ভিজে'
রোগা শরীর—যদিই কিছু হয়—
না না—তুমি ফিরে' এস,
ও গো, আমার সত্যি কিছুই নয় !

প্রেমের কথা

বাস্‌তে ভালো পারব কি না তারে —
সত্যি কথা শুনতে যদি চাও,
পারবে না রাগ কর্ত্তে আমার 'পরে,
আগে আমায় সেই কথাটা দাও।
নিত্যি ভালো বাস্‌ছে ত সব লোকে,
শক্ত কথা কি আছে এর মাঝে,
বল্‌ছ বটে, — তাইতে আরো আজ
দ্বিগুণ ব্যথা বক্ষে আমার বাজে!

ভালবাসি বল্‌ব কেমন করে' ?
বাস্‌তে ভালো চক্ষে আসে জল ;
ভালবাসার অর্থ জেনেছি যে,
তাই সে কথা বল্‌তে নাহি বল!
অভিনয়ের লোভ আছে যার মনে,
অসত্যে যার মিটে নিক সাধ,
করুক সে জন প্রেমের দেবতারে
কপট সেবার অটুট অপরাধ।

ভালো যারে বাসব মনে প্রাণে,
দুর্দ্দশা তার দেখ্‌ব বেঁচে চোখে ?
বাপের ভিটা রইবে তাহার বাঁধা
বান্ধবেরা লাঞ্ছিত তার লোকে !
আঁচল পেতে পথের ধারে বসে'
ভিক্ষা-অন্নে রাখ্‌বে সে তার প্রাণ,
তবু তারে বল্‌ব ভালবাসি,—
হায়রে, ভালবাসার অভিমান !

যে কেহ যার প্রেমের পাত্র হেথা,
দেবতা সে প্রেমের মন্ত্রে তার,
তুচ্ছ হ'লেও সে যে তাহার রাণী,
বিশ্বে যে তার স্বাধীন অধিকার !
হে অভাগ্য শক্তিহারা নিজে,
দুর্ব্বলতায় আপ্‌নি মৃতপ্রায়,
সে অক্ষমও বলবে ভালবাসি—
ধিক্কৃত তার কাপুরুষতায় !

ভালবাসা সতেজ মাটির ফল,
ভালবাসা মুক্ত হাওয়ার ফুল,
ভালবাসা অসীম পারাবার,
নাইক তলা নাইক তাহার কূল !

পায়ের তলায় গর্ত্তে যাহার বাস,
সম্বন্ধ তার থাক্‌তে অন্য পারে,
প্রেমের কথা সে যেন না বলে,
প্রেম নাহি তার চতুঃসীমার ধারে !

বাহুর শক্তি রয়েছে যার বাঁধা,
চোখের জ্যোতি গিয়েছে যার কেঁদে,
নির্জ্জীবতার অটুট নাগপাশে
আষ্টে-পৃষ্ঠে রেখেছে যা'য় বেঁধে ;
তার কাছে আর প্রেমের উঁচু কথা
তুলোনাক, ধরি তোমার পায়,
অন্ধ চোখে অশ্রু দেখা সে যে—
ব্যথার উপর ব্যথাই বেড়ে' যায় !

আপন মাকে মা বল্‌তে যে নারে,
আপন ভায়ে ডাক্‌তে সাহস নাই,
বোনের লজ্জা দাঁড়িয়ে যেজন দেখে,
আপন ঘরে পর যে সর্ব্বদাই ;
ধর্ম্ম যাহার পরের পায়ে ধরা,
কর্ম্ম যাহার পয়সা দিয়ে কেনা,
মৃত্যুকে সে বাসুক ভালো শুধু
চুকিয়ে দিতে বিশ্বদেবের দেনা !

লিখুক কবি ছন্দে এবং গানে,
আঁকুক ছবি মুগ্ধ চিত্রকর,
গল্পলেখক রচুক বসে' পুঁথি,
পাঁচশ' পাতায় পূরিয়ে কলেবর ;
ঘরে-ঘরে রাত্রে এবং দিনে
যতই তোড়ে চলুক অভিনয়,
তবু আমি বল্‌ব তোমার কাছে
প্রেমের কথা মোদের তরে নয়।

ভুল

তুমি আমায় ডেকেছিলে, তাইত গিয়ে ছিলাম—
গিয়েই যখন ছিলাম,
যা কিছু মোর আছে—
জানিনা তার মুল্য কি কার কাছে,
তাইত দিয়ে দিলাম।
সেই ত হ'ল ভুল,
গন্ধ তুমি চেয়েছিলে,—আমি দিলাম ফুল!

আজকে তুমি বল্‌ছ আমায়—আর কোন কাজ নাই!
কাজেই যখন নাই,
ঝরা দলে তার
গন্ধ ত নাই, নাইক শোভা আর—
দিচ্ছ ফেলে' তাই!
ফুরাল তার কাজ—
গন্ধহারা দলগুলি তাই ভুঁয়ে লুটায় আজ।

একটা কথা শুধাই শুধু—যাচ্ছে পড়ে' বেলা;
যাবেই যখন বেলা,
কাজ দিয়ে কি হবে?

ক্ষণেক পরে তেম্নি করে' যবে
তারেও করবে হেলা !
হবেনা কি ভুল ?
সবই যখন বন্ধ হবে---গন্ধ এবং ফুল !

অনাহূত

সকলের চেয়ে অল্প আলাপ —

সব চেয়ে কম জানাশোনা তার সাথে,

বারেক মাত্র পলকের দেখা

আয়োজনহীন দৈবের ঘটনাতে ;

একটি বা দু'টি অতি ছোট কথা

অতীব সহজ—তার চেয়ে বেশী নয়—

সেও বহুকাল, কবে বা কোথায়—

ঠিক মনে নাই—ভুলে' গেছি পরিচয়।

তখন তরুণ—নয়ন করুণ ;

কত দিনরাত চলে' গেছে তারপর,

আঁধারে আলোকে বিষাদে পুলকে

কালের চক্র হয়েছে অগ্রসর ;

কত সুখদুখ কত বিস্ময়

কত আকাঙ্ক্ষা কত না অন্তরায়—

কত কণ্টক বিঁধিয়াছে মনে

কত কঙ্কর ফুটিয়াছে পায়-পায়।

পথের সঙ্গী কত না পান্থ
এসেছে গিয়েছে কতদিন কতবার;
কাহারো সঙ্গে ক্ষণিকের দেখা,
কেহবা আজিও ছাড়েনিক অধিকার ;
পেতে-পেতে কেউ হারায়ে গিয়াছে,
পেয়ে কেউ গেছে রেখাটি রাখিয়া মনে,
কাহারো বা শুধু দেখাই পেয়েছি,
পাওয়া আর তারে হয় নাই এ জীবনে :

দুখ-দুর্দ্দিন নামিয়াছে যবে—
বেদনা-বাদল পরাণ ফেলেছে ছেয়ে,
বলিনা এ কথা—কোন প্রিয়জন
বাহুবন্ধনে বাঁধেনি নিবিড় স্নেহে ;
তবু তারি মাঝে, জানিনা কেমনে,
চকিতের মত পড়েছে নয়নপাতে—
সেই সব চেয়ে অল্প আলাপ—
সব চেয়ে কম পরিচয় যার সাথে !

সুখ বলে যারে ইহসংসারে—
পাইনি কখনো, তাইবা কেমনে বলি !
বুকের মাঝারে তুফান জেগেছে—
চোখের মাঝারে আগুন উঠেছে জ্বলি' ;

শিরায় শিরায় শোণিত ছুটেছে—
তারি মাঝে তবু সহসা পড়েছে মনে—
সেই তারি কথা—দেখা শুধু যার
বারেকমাত্র মিলিয়াছে এ জীবনে !

শান্ত প্রভাতে স্তব্ধ দুপুরে,
ঘন বর্ষায় রাত্রি-অন্ধকারে,
নির্জ্জনে একা কিংবা যখন
স্নিগ্ধ স্বজন ঘিরিয়াছে চারিধারে, ;—
বিজলীর মত ছলকি-ঝলকি'
চিত্ত-আকাশে যায় সে মূরতিখানি—
সব চেয়ে কম চেনা যার সাথে—
সকলের চেয়ে অল্প যাহারে জানি !

ঘর্ঘরি' ঘুরে কর্ম্মচক্র—
কে যেন চকিতে চাহিল মুখের পানে ;
জপিতেছি বসি' ইষ্টমন্ত্র—
ফিস্-ফিস্ স্বরে কেবা কি কহিল কানে !
স্বপ্নের মত প্রেমের মতন
বিচিত্র সেই পাগল দেশের হাওয়া—
পাওয়া যা'—তাহারে ভুলাইয়া দেয়—
নিমেষের মাঝে না পাওয়ারে করে পাওয়া !

নাই কি সে আজ ? চাই কি তাহারে ?
মনেরে লুকায়ে ভাবি কি তাহারি কথা ?
অভাবে তাহার পাই কি বেদনা—
অমিলনে তার পুষি কি গোপনে ব্যথা !
তাই বা কেমনে বলিব আজিকে ?
নয় নয়, ওগো ! তাও যে সত্য নয়,—
তবে কেন এই নিভৃত মনের
রঙ্গমঞ্চে অকারণ অভিনয় ?

খুঁজিনাই কভু জন্মান্তর—
খুঁজিলে হয় ত সঙ্গতি মিলে তার,
বুঝি নাই ভালো সুকৃতি অকৃতি,
সঙ্গের সাথী—হয় যা সহজে পার ;
শুধু বুঝি—এই জীবনের সাথে
কোন্ অজ্ঞাতে বেঁধে দেয় কে বা ফাঁস,
কৌতুক যার সত্যের মত
মর্ম্মে-মর্ম্মে বিস্তারে নাগপাশ !

অপরূপ প্রেম

নীলের বুকে সাদার বলক—চোরাবালির চর,
তারি শেষে বাঁকের মুখে একটু ছোট ঘর ;
কোলের কাছে জলটি নাচে,
চোখটি সদাই চম্‌কে আছে—
কখন্ পাছে হারায় বা তার সেইটুকু নির্ভর !

বলে' গেছে, এই পথে সে আস্‌বে পুনরায়—
ঠাঁইটুকু তাই ছাড়্‌তে নারি পরাণ ধরে', হায় !
চৈত্র-রবি অগ্নি হানে,
ভাদ্র এসে ভাসায় বানে—
সবাই আমার মুখের পানে অবাক মেনে' চায় ।

সেই থেকে তাই পড়ে' আছি, হ'ল কতদিন,
বারোমাসের বোঝা বয়ে গেছে বছর তিন ;
কুঁড়ের চালে নাইক পাতা,
কোনমতে লুকাই মাথা—
কোন্ বিধাতা কবে যে মোর চুকিয়ে লবে ঋণ !

নদীর 'পরে নয়ন মেলে' চুপ্‌টি বসে' থাকি—
নৌকা আমার কখন্ এসে ফিরে' বা যায় নাকি !

টিটিপাখীর টিট্‌কারীতে
চম্‌কে' ফিরি আচম্বিতে,
গাংচিলেরা অম্‌নি আবার লাগায় ডাকাডাকি !

বাব্‌লা বনের ঝাপ্‌সা কোণে 'চিকেস্‌' ডুবে' যায়,
ঝিঁঝিরা সব ঝাঁঝর বাজায় সাঁঝের আঙিনায় ;
হাৎড়ে বেড়ায় পাগল হাওয়া—
কি যেন তার হয় না পাওয়া,
সির্‌সিরিয়ে শিউরে' বালি তটের কিনারায় ।

সারা নিশি শুনি, পাশেই চখারা যায় ডেকে,
সকাল বেলায় দেখি, পায়ের চিহ্ন গেছে রেখে ;
চারিধারে যেথাই তাকাই,
ধরে' রাখার কিছুই না পাই—
একটি দুটি ঝরা পাখাই যত্নে দি তাই রেখে ।

মাঝে মাঝে বাথান-পাড়ার একটী শুধু বাঁশী,
গভীর রাতে প্রাণের পাতে পরশ করে আসি' ;
হয়ত কে কার কাজের শেষে,
কাহার লাগি' কি উদ্দেশে—
পাঠায় তাহার গোপন কথা বাঁশীতে উচ্ছাসি' !

তন্দ্রাঘোরে যে দিন দূরে শুনি দাঁড়ের টান,
ধড়ফড়িয়ে উঠে' ভাবি, হায়রে ভগবান !
ছুটে' গিয়ে জলের ধারে
চোখটি বিঁধে' অন্ধকারে—
চেয়ে দেখি উজান চলে জেলের তরিখান !

আঁধার নিশি কাজল যে দিন পরায় নদীর চোখে,
সজল ব্যথা লুকিয়ে বুকে গুম্‌রে চলে ও কে !
জ্যোৎস্না এসে হাঁসের পাখায়
লুকিয়ে যখন অভ্র মাখায়—
ভাবি. আমায় কে দেখে' যায় চপল চন্দ্রালোকে !

এমনি করে' দিন কাটে মোর বিজন নদীচরে,
শূন্যে-ভরা আকাশ-ধরার অথৈ অবসরে !
আস্‌তে যেতে নদীর পথে
কেউ বা চাহে সুদূর হ'তে,
কেউ চাহেনা বাঁধতে তরী চোরাবালির ডরে।

সেদিন রাতে কোথায় হ'তে উঠল হেঁকে ঝড়,
ঢেউএর ঘায়ে জাগ্‌ল কেঁপে চোরাবালির চর,
জলের গায়ে সাপ খেলিয়ে,
চম্‌কে-চাওয়া চোখ মেলিয়ে—
মেঘের জটা উড়িয়ে দিল প্রলয়-বাজীকর !

তারি মাঝে হঠাৎ যেন স্বরটি এল কানে,
মনটি যারে মনের মধ্যে ভাল করেই জানে ;
অজানা কোন সুখের ঘায়ে
চন্‌চনিয়ে উঠল গায়ে—
মনে হ'ল—শেষ হ'ল সব সহসা সেইখানে !

বলেছিল, আসবে ফিরে', মিথ্যা সে কি হয় ?
প্রেমের বাণী মিথ্যা হবে, প্রাণের পরাজয় !
অবশ বাহু কষ্টে তুলে'—
আচম্বিতে আগল খুলে'
চম্‌কে দেখি—হায়রে একি ! এ ত সে জন নয় !

এ যেন কোন্ অচিন্ অতিথ—মৃত্যুলোকের চর,
রক্ত-ভরা শুভ্র তাহার সর্ব্ব কলেবর ;
ওষ্ঠে ফুটে দারুণ ব্যথা,
চক্ষে করুণ বিহ্বলতা ;
কোন্ সমাধির তন্ময়তা আননে ভাস্বর !

তবু যেন তারি সাথে কোন্‌খানে মিল আছে,
পুরাণো সেই আদল আসে নূতন রূপের পাছে ;
মাধুর্য্য ও ভীষণতায়
দুটি চোখে দুই জনে চায়—
ভালবেসে ভয় করে তাই এগিয়ে যেতে কাছে ।

তুষার-শীতল হাতটি আমার পরশ করে' হাতে,
ঝড়ের গলায় কইল হেঁকে—পারবে যেতে সাথে?
কোনমতে শুধানু তায়—
কোথায় ওগো, ওগো কোথায়?
সঙ্কেতে সে চাইল কেবল নদীর সীমানাতে।

ঝিলিক-হানা বাজের আওয়াজ কড়কড়িয়ে বাজে;
জলের বুকে ঝড়ের ঝাপট প্রলয় বেশে সাজে!
তারি অসীম অতল তলে
সে কি আমায় ডুবতে বলে?
সেইখানে কি মিলবে মণি অন্ধকারের মাঝে!

তার পরে আর কি যে হ'ল, মনে সে আর নাই—
জেগে দেখি—আছি পড়ে' চরের কিনারায়;
পূর্ব্ব কথা স্বপ্নসম
জাগছে শুধু বক্ষে মম
জীবন মরণ এক হয়ে মোর মুখের পানে চায়!

গাংচিলেরা তেম্‌নি পাশে করছে ডাকাডাকি,
রৌদ্রালোকে বালির চরে তেম্‌নি মাখামাখি;
নদীর বারি কৌতূহলে
তেম্‌নি করে' গুম্‌রে চলে,
নাই শুধু সেই পরশমণি, মরণ শুধু বাকী!

নাম

নাম হয়ে সে নিল বাসা মনের আড়ালে,—
যখন খুসী পায় তারে প্রাণ বাহু বাড়ালে ;
দিনের কাজের ফাঁকে-ফাঁকে,
আঁধার রাতের পাকে-পাকে—
জড়ান' সেই নামের মালা—যায় না ছাড়ালে !

গান হয়ে সে বাজে কানে সুরে ও ছন্দে,
নাসা আমার ভরে' উঠে নামের সুগন্ধে ;
পরশটী তার স্নেহ বুলায়,
দৃষ্টি তারি নয়ন ভুলায়,
জিহ্বা সে নাম জপের মধু পিয়ে আনন্দে

রূপ যা আছে—ফুটে' উঠে নামের আখরে,
অগ্নিশিখায় স্বর্ণ মিলায় বর্ণ যা করে' ;
নামের সুধা-গন্ধ পিয়ে
গুণ—সে উঠে গুণগুণিয়ে ;
নামের বলক উঠে ধরার রসের সাগরে ।

বুক ভরে' নাম স্মরণ করি, মুখ ভরে' নাম বলি,
কভু ডাকি আলিঙ্গনে কভু কৃতাঞ্জলি ;
সেবায় কভু পুরিয়ে নি সাধ,
অভিমানে দিই অপরাধ,—
যখন যা চাই—নাই পরিবাদ নাইক ছলাছলি !

কিরূপ সেরূপ—চক্ষু কভু চায় না জানিতে,
নামের মাঝে নামের বালাই টেনে আনিতে ;
জানি শুধু বুকের মাঝে
সুরে সুরে সারং বাজে—
ব্যাথার মত নিবিড় তারি নামের বাণীতে।

তোমরা লহ আর সকলি, আমারে দাও নাম,
ইষ্টমন্ত্র থাকুক সে মোর বক্ষে অবিরাম ;
কার সাথে কার কি সম্বন্ধ,
নাইক কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ;
আমার শুধু আনন্দ তার নামটি অভিরাম !

কলঙ্কিনী

বৈশাখের অপরাহ্ণ ; তপ্ত রবি অগ্নি-আঁখি হানে ;
পদপ্রান্তে পড়ে' আছে অনিমেষে চেয়ে তারি পানে
মুহ্যমান মৌন ধরা ; শূন্যদৃষ্টি সরোবরতীরে
নারিকেলতরুকুঞ্জ মর্ম্মরিয়া কাঁপিতেছে ধীরে
দুলায়ে চামর-পত্র ; তীরাস্তৃত বেতসের বন
বিম্বিত ছায়াটি তারি বিস্মিত করিছে নিরীক্ষণ।

তীরের কুটীর ছাড়ি' গ্রীষ্মতাপে সেথা জম্বুমূলে
বসিয়াছিলাম একা আঁখি রাখি' সরোবরকূলে !
সহসা হেরিনু' দূরে অপ্রশস্ত বনপথ দিয়া
ত্বরিত চরণ ফেলি' দীঘিজলে নামিল আসিয়া
অধীরা চণ্ডালকন্যা পল্লীকলঙ্কিনী সেই 'তারা' !
টুটিল অলস স্বপ্ন ; মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহের পারা
ভাঙিল সহজ শান্তি ; সুনির্ম্মল সরোবরবারি
শিহরি' উঠিল যেন অসংযত অঙ্গস্পর্শে তারি !

তবু রহিলাম চাহি'—অদৃশ্য তাহার নেত্রপথে—
সঙ্কোচের আবরণ সাধ্বসে সরায়ে কোনমতে !
চঞ্চলা ও রঙ্গময়ী তরঙ্গেরই নর্ম্ম-সঙ্গিনী সে—
রসে-ভরা অঙ্গখানি সরসীর সঙ্গে গেছে মিশে' ;

আয়ত উরস 'পরে উর্ম্মিগুলি হেসে করে খেলা ;
কুঞ্চিত চিকুরদাম—তরঙ্গিত শৈবালের মেলা
ভাসে মুখপদ্ম বেড়ি' ; আন্দোলিত বাহু-মৃণালের
ললিত লাবণ্য ভঙ্গী—ইঙ্গিত যেন সে আনন্দের !
লীলায়িত তনুখানি সঞ্চারিয়া উদ্দাম কৌতুকে,
সৃজি' নব ইন্দ্রধনু মুখজলে, মুক্তামালা বুকে—
দাঁড়াইল স্নানশেষে তীরপ্রান্তে, বিচিত্র বসনে
উচ্ছলিত যৌবনের বন্ধুরতা কসিয়া শাসনে।
সহসা ফিরায়ে মুখ, আর্ত্তকণ্ঠে 'ওমা ওকি' বলি'
চকিতে নামিয়া নীরে দ্রুত সন্তরণে গেল চলি'
ওপারের তীর লক্ষ্যি'। সবিস্ময়ে চাহি' সেই পানে
হেরিনু গোবৎস এক উর্দ্ধমুখে সন্ত্রস্ত নয়ানে,
মুক্তি-আশে পঙ্কমাঝে করিতেছে প্রাণান্ত প্রয়াস ;
শৈবালে আচ্ছন্ন দেহ, চরণে জড়ায়ে গেছে ফাঁস !
উদভ্রান্তের মত বালা ক্ষিপ্র পদে পঁহুছি' সেথায়
ত্বরিতে বিপুল বলে বাহুপাশে তুলিয়া তাহায়,
বহুযত্নে শিশুসম অংশোপরি রাখি' মুখখানি,
সাবধানে জল হ'তে তীরে তারে কোনরূপে টানি'
আনিলা অনেক কষ্টে ; রাখি' ধীরে তীরলগ্ন ঘাসে,
বাহুপাশে বাঁধি' তার গ্রীবাখানি বসি' তার পাশে,
করটি বুলায়ে ধীরে চোখে-মুখে স্নেহ-সুকোমল,
একান্ত আগ্রহভরে, বারেক তাহার গণ্ডস্থল

চুম্বিলা নিবিড় স্নেহে—মাতা যেন কাতর সন্তানে
পরিপূর্ণ মমতায় শেষে তারে রাখি' সেইখানে,
সরোবর অতিক্রমি' পুনরায় সন্তরণ দিয়া,
এপারে যখন ধীরে উপজিল, দেখিনু চাহিয়া—
পরিপাণ্ডু মুখচ্ছবি, বক্ষ কাঁপে, নয়ন অলস,
শ্রান্ত দেহ অবনত ; বাহুমূল শিথিল অবশ—
ফিরিলা গৃহের পথে মন্থর চরণ দুটি ফেলি',
স্নেহস্নিগ্ধ সুধারসে সুস্মিত নয়ন দুটি মেলি' ।

সহসা বিটপী-শাখে, ঊর্দ্ধে মোর, পল্লবেতে ঢাকা—
অজানা বিহঙ্গ এক অন্ধকারে ঝাপটিল পাখা !

* * * * *

একদণ্ড পূর্ব্বে যারে ভাবিয়াছি কলঙ্কের ডালি,
পঙ্কিল পরশ ভাবি' মনে-মনে পাড়িয়াছি গালি,—
সেই নারী-কলঙ্কিনী নিমেষে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি'
দৃষ্টির সম্মুখে মোর সৃষ্টিরে সুন্দরতর করি'
উদ্ভাসি' উঠিল চক্ষে রমণীর বিপুল গৌরবে ।
পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার কবে ?

দেয়ালী

বন্ধু, তুমি আচ্ছা মানুষ—
এমন খেয়ালী !
তোমার, দেখি, সকল কাজই
পরম হেঁয়ালী ;
আজকে রাতে ঘরে-ঘরে
জ্বল্‌ছে বাতি থরে-থরে ;
দীঘির জলে গাছের 'পরে
আলোর দেয়ালী ।
তোমার ঘরই আঁধার শুধু—
কেমন খেয়ালী !

পথের ধারে কাতার-বাঁধা
সৌধশিখরে,
হাজারতর মালায়-গাঁথা
আলোক ঠিকরে ;
গরীব যারা কুটীরবাসী,
তাদের ঘরেও আলোর হাসি,
তুমি এমন উদাস হয়ে
রইলে কি করে' ?
চারিধারে দীপের হারে
দীপ্তি ঠিকরে !

আলোতে পথে এম্‌নি চমক
লাগ্‌ল আঁখিতে,
তোমার গৃহ শুধাই সবে
নয়ন থাকিতে !
কেউ বা শুনে' অবাক মানে,
কেউ বা চাহে মুখের পানে,
কেউ বা কুটিল দৃষ্টিটি তার
চায় না ঢাকিতে !
এম্‌নি পথে আলোর ধাঁধা
লাগ্‌ল আঁখিতে !

অনেক খুঁজে' এলাম যদি,
সে এক ভাবনা—
অন্ধকারের আড়াল ভেদি'
যাই কি—যাব না !
এমন সময় আঁধার ঠেলে'
যেমন করে' কাছে এলে,—
তেমন করে' আসা যে আর
কোথাও পাব না !
এক নিমেষে ভুলিয়ে দিলে
সকল ভাবনা।

ভেবেছিলে হয়ত মনে—
বাহির দুয়ারে,
অমারাতের আগল এঁটে
ছল্‌ব উহারে !
বাহির দেখে' ভয় কি মানি,
মন যে তোমার মনে জানি ;
প্রীতির আলো জ্বলছে যেথায়
জ্যোৎস্না-জুয়ারে ;
অন্ধকারের পরদা ঘিরে'
ছল্‌বে উহারে ?

ওগো আমার দুঃখরাতের
আঁধার সরণী !
ভিড়াও তোমার আপন ঘাটে
প্রাণের তরণী।
কিসের ক্ষতি অন্ধকারে,
মন যদি মন চিন্তে পারে—
এক নিমেষে উঠবে হেসে
আমার ধরণী ;
ওগো প্রাণের দীপান্বিতা—
হৃদয়হরণি।

—০—

ফুলের দণ্ড

শেষ পাপড়িটি ঝরিয়া পড়েছে ভূমিতলে—
শেষ রেণুকণা বাতাস নিয়াছে লুটি' ;
কালকে যা ছিল ফুল হয়ে দলে-পরিমলে,
আজ তার শুধু বোঁটার মাঝারে ছুটি !

প্রজাপতি আর ভুলে'ও সেথায় নাহি বসে,
অলিগুঞ্জন কানে আর নাহি বাজে ;
উতলা সমীর গন্ধ আশায় নাহি পশে—
ফুলের দণ্ড দণ্ডরূপেই রাজে !

কোথায় সুরভি কোথায় সুষমা কোথা মধু—
হৃত-গৌরব গত-শোভা সে যে আজ ;
শুষ্ক রুক্ষ জীবনে আর কি মিলে বঁধু ?
ফুলেরে ফুটায়ে ফুরায়েছে তার কাজ !

প্রেম গেছে যার; জীবন আর কি তারে সাজে—
রিক্ত কুসুম-বৃন্তের কোথা ঠাঁই ?
রূপরসহীন কণ্টক শুধু প্রাণে বাজে—
যার সব গেছে,—তারো বেঁচে থাকা চাই !

—— ০ ——

স্বরূপ

আমি বসনে বদন ঢাকিব না, তুমি
ভুল দেখ মোরে পাছে ;
মোর ললাটপ্রান্তে কোথায়, কি জানি—
কলঙ্ক-তিল আছে !
তাই আমি সদা ভয়ে-ভয়ে থাকি,
যারে-তারে দেখে' লাজে মুখ ঢাকি ;
অন্তর মোর ছাড়া-পাওয়া পাখী
যায় না কাহারও কাছে—
আজ ধরা পড়িয়াছে যখন, সে কথা
না বলিয়া সে কি বাঁচে !

বুঝি ছিল একদিন আঁখিতারা তার
চঞ্চল খঞ্জন,
ভুলে' হয়ত সেদিন পরেছিল চোখে
মোহন মোহাঞ্জন !
নীল আকাশের বিল হ'তে ফিরে'
সেদিন পশিতে চায়নিক নীড়ে,
কোন্ ভুলো' হাওয়া করেছিল ধীরে
সঙ্কোচ ভঞ্জন ;
বুঝি ভেঙেছিল ভয় মদবিহ্বল
অলিকলগুঞ্জন !

এবে নাহিক সে দিন, বসন্ত আজ
কুয়াসার মাঝে হারা,
হের বাতাসে আজি সে উত্তাপ নাই,
শ্যামার নাহিক সাড়া ;
লতায় পাতায় গুল্মে ও গাছে,
রিক্ততা আজ বাসা বাঁধিয়াছে ;
শিশিরশীতল আকাশের মাঝে
সঙ্কোচে চাহে তারা—
এই বসন্তহীন দুর্দ্দিনে চোখে
মুছাতে আসিলে ধারা !

তাই স্বরূপ আজিকে দেখাব তোমায়—
ভালবাস যদি, বাস’,
দেখে চোখে যদি আজ অশ্রু শুকায়,
মনে-মনে যদি হাস’ ;
তবু জানাইব—যা নাই, যা আছে,
দিনশেষে আজ এলে যদি কাছে ;
শেষ সাধ তার এই শুধু যাচে—
সন্দেহ তার নাশ’ ;
পোড়া রূপের সতীনে ভালবাসিওনা,
পার, তারে ভালবাস’ !

মালোর মেয়ে

মস্ত একটা বড় বট্‌গাছ ভৈরব নদীর ধারে—
ছাতরা-বট তার নাম ;
ছাতার মতন পাতায়-ছাওয়া, তলায় সারে-সারে
হাজার ঝুরির থাম।
জষ্ঠি মাসের দুপুর বেলা, খাঁ খাঁ করছে দিক্,
চক্ষে যায়না চাওয়া,
গাছের তলটায় কতক ঠাণ্ডা, ঘরের মতন ঠিক—
হু হু করছে হাওয়া।
নদীর পাড়ে পথের ধারে রথের মতন লোক—
বালক, যুবা, মেয়ে,
সক্কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক্‌রে' যাচ্ছে চোখ
গাছের পানে চেয়ে।
ঐ দ্যাখ্ কাঁদছে—শুনতে পেলি ? ঐ দ্যাখ্‌রে আবার—
বল্‌ছে এ ওর ঠাঁই,
হাঁ রে, এইবার ঠিক শুনেছি— আজ ত মঙ্গলবার—
সারলে বুঝি ভাই !
রাত থেকে কাল কচি-ছেলের কান্না আস্‌ছে কানে,
গাছের মধ্যে থেকে ;
চিরকালের 'হানা' গাছ—তা সব্বাই লোকে জানে—
আজ তা চোখে দেখে !

বল্‌লে বলাই—দেখব আমি ? করলে সব্বাই মানা,
—যাস্‌নে খবরদার !

জোলার ছেলে যোয়ান ভারি, চ্যাটাল' বুকখানা,
পাড়ার সে সর্দ্দার।

কষ্টি-কালো কোঁকড়া-কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের রাশ
ঝাঁকিয়ে মাথার 'পরে,

জল্‌দি পায়ে এগিয়ে সেদিক চল্‌ল বলাই দাস,
চোখ তার চক্‌-চক্‌ করে।

মরল চাষা, বল্‌ল একজন ভিড়ের মধ্যে হ'তে—
টেরটা পাবেন ছেলে !

ফিরল বলাই যেম্‌নি শুন্‌ল, এগিয়ে চল্‌তে পথে
লাঠিগাছ তার ফেলে'।

অবাক হয়ে হাস্‌ছে, দেখ্‌ল, যত দলের লোক,
সেদিক পানে চেয়ে ;—

একটা ধারে ছল্‌-ছল্‌ করছে কেবল দুটি চোখ—
মালোদের সে মেয়ে।

মুখখানা তার ভারি ভার-ভার, মস্ত যেন ভয়
মনের মধ্যে পোষে—

সেই মেয়েটা, লোকে যারে দুষ্টু দজ্জাল কয়—
বজ্জাৎ বলে' দোষে।

চল্‌ল বলাই—হাঁচড়-পাঁচড় কেটে কোনমতে
উঠ্‌ল সে আগ্‌ডালে,
তাকিয়ে রইল গাঁয়ের লোক সব—দাঁড়িয়ে তেম্নি পথে,
হাত দিয়ে সব গালে।

উড়ে' গেল এক ঝাঁক পাখী পেয়ে পায়ের সাড়া,
ফড়্‌-ফড়্‌ করে' পাখা,
মড়াস করে' শব্দ হল—ঐরে ফল্‌ল ফাঁড়া!
উঠ্‌ল নড়ে' শাখা!

ছেলের কান্না যেম্নি থাম্‌ল—ভয়ে সব নিশ্চুপ—
কেঁপে উঠ্‌ল বুক,
রামনাম করতে লাগ্‌ল কেউ-কেউ, সবার প্রাণ ভুপ্‌-ভুপ্‌,
শুকিয়ে উঠ্‌ল মুখ!

খানিক পরে দেখ্‌ল কিন্তু বলাই আস্‌ছে ফিরে',
কি একটা তার হাতে,
কিরে, কিরে? করে' অমনি ধর্‌ল তারে ঘিরে',
সকলে এক সাথে।

কিচ্ছুনা ভাই—এই ছানাটা চেঁচাচ্ছিল বাসায়,
বল্লে বলাই চেয়ে—
একটা ধারে চোখ্‌ দুটো কার চল্‌কে উঠ্‌ল আশায়—
মালোদের সে মেয়ে।

সেদিন রাতে শোবার আগে হাতের কাজ সব সেরে,
ভাব্‌ল জোলার ছেলে,
মালোর মেয়ে ভারি ত আজ মন্‌টা গেল মেরে,
চোখের জলটা ফেলে !

একই পাড়ায় পাশাপাশি বটে তাদের বাড়ি,
ছেলেবেলার সই,
কিন্তু সেই ত বিয়ের পরে জন্ম-ছাড়াছাড়ি,
দেখাই তার আর কই !

শ্বশুরবাড়ী থেকে ক'দিন এসেছে—তাই জানি,
দেখা নদীর ঘাটে,
আমায় দেখে' পালিয়ে গেল—ডুরে কাপড়খানি
উড়িয়ে দিয়ে ঠাটে !

কোন' কথাই কইলেনাক, তাইত ভাব্‌লাম মনে,
ভুলেই বা সে গেছে—
ছেলেবেলার ভাব ত সারা ছেলেখেলার সনে—
কে আর যাবে যেচে !

আজকে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে—ছশো লোকের মাঝে,
কেমনটা ব্যাপার ?
আমার জন্যে ভয়টা যেন তারই বুকে বাজে—
দরদ এত তার !

তিনটে বচ্ছর গেছে কেটে—এই ঘটনার পর,
ছাতরাগাছী গ্রামে ;
শেষ বছরটা এসেছিল যমের সহোদর—
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নামে,
মানুষ যারা ছিল গাঁয়ে, আদ্ধেক গেছে মারা—
তারি ভীষণ ডাকে ;
নদীর পাড়ে গাছটা কেবল তেম্নি আছে খাড়া,
নাওয়া-ঘাটের বাঁকে।
ঝুরিগুলো তেমনি করে' হাজার থামের সারে
ধরে পাতার ছাদ—
তেম্নি সবই, নাইক কেবল আজকে তাহার ঘাড়ে
'হানার' অপবাদ।
জোলাবাড়ি ফেরার প্রায়ই, বলাই আছে নিজে
সব্বাই গেছে মরে' ;
শরীরটা তার নেহাৎ মজবুৎ, তাইতে ভাঙেনি যে
অমন রোগে পড়ে'।
মনটাও তার দেহের মতন ভাঙন-ধরা আজ,
ভাব্‌না আছে চেয়ে,
তাঁতগুলো সব জালে ভরা—মাকড়সাদের কাজ !
কে দেখ্‌বে আর চেয়ে !

সে দিনটা সে নদীর ধারে একলা বসে' আছে,
সন্ধ্যা হয়ে আসে;

দূরে একটা গরুর গাড়ী ঢাকা পড়্‌ল গাছে
পথের মোড়ের পাশে।

একটা যেন চাপা কান্না তারই মধ্যে থেকে
এল তাহার কানে,

মনটা আরো বিগ্‌ড়ে গেল, ভাব্‌ল আবার একে?
চলেছে কোন্‌ খানে!

সম্মুখে তার ছাতরা গাছটায় দেশের অন্ধকার
নিল তাদের বাসা—

নদীর তীরে ডাক্‌ল শেয়াল, নিঝ্‌ম চারিধার
আঁধার দিয়ে ঠাসা।

দূরে একটা শূয়োর-তাড়ার শব্দ এল মাঠে—
অড়র ক্ষেতের ধারে;

কি একটা সে ছপাৎ করে' নাম্‌ল এসে ঘাটে—
সম্মুখের ঐ পারে!

মাথার উপর বাদুড় একপাল ঝট্‌পট্‌ করে' পাখা,
চেঁচিয়ে গেল উড়ে';

উঠ্‌ল বলাই আস্তে-আস্তে, ভারি একটা ফাঁকা
বুকটা ফেল্লে যুড়ে'।

পহর খানেক রাত্তির তখন, বলাই জোলার ঘরে
নাইক জনপ্রাণী ;
কেরোসিনের ডিপে একটা ছাড়্‌ছে দাওয়ার 'পরে
ধোঁয়া অনেকখানি।
মাচার উপর চুপটি করে' বলাই বসে' আছে—
মুখটি নীচু করে'—
নানান রকম ভাবনা ঠেলে' উঠ্‌ছে বুকের কাছে—
চোখ্ তার জলে ভরে' ;
এমন সময় বাহির দোরের আগলখানা নড়ে'
উঠ্‌ল কয়েকবার—
কে রে—কে রে ? বলে' বলাই ঘাড়টা উঁচু করে'
মেল্‌ল আঁখি তার।
বাইরে কিচ্ছু যায় না দেখা, এমনি চতুর্দ্দিক
ঘেরা অন্ধকারে—
একটা শুধু মূর্ত্তি কেবল এগিয়ে এসে ঠিক
দাঁড়াল তার দ্বারে।
আরে—কেরে ? পদ্ম নাকি ? বলাই সে দিক চেয়ে
থমকে গেল থামি'—
ভাঙা গলায় কোনমতে বল্লে মালোর মেয়ে—
বলাই দাদা—আমি !

রবি-প্রশস্তি *

রঞ্জিত করি' পশ্চিম তট দীপ্ত প্রতিভাজালে
সূর্য্য আজিকে উদিল পূর্ব্ব উদয়গিরির ভালে ;
পুণ্য পরশ লভি' আজি তারি জাগ্ ওরে তোরা জাগ্‌—
বিশ্বসবিতা সেই রবি-করে দেরে দে যজ্ঞভাগ !
সহস্রদল বাণীর কমল মুদিত মানস-সরে
দিক্ দিগন্ত মুগ্ধ করিয়া ফুটিল যাহার বরে,
অমৃত গন্ধ আনন্দরূপে দান করি' যে বা লোকে—
নব জীবনের দীপ্তি আনিল মৃত্যু-আহত চোখে,
তাহারি মুক্ত মিলনাঙ্গনে জাগ্ ওরে তোরা জাগ্‌—
বিশ্ববিজয়ী সেই রবি-করে দেরে দে যজ্ঞভাগ।

খণ্ডিত নয় এ মহাযজ্ঞ, অনন্ত অফুরণ,—
এই বিশ্বের লোকে লোকে আজ আলোক-নিমন্ত্রণ ;
শক্তির মোহ মিথ্যার মায়া সবলে করিয়া দূর
ভুবনধন্যা জীবনবন্যা বহে আজি ভরপূর ;
আয়রে পূর্ব্ব আয় পশ্চিম, আয় তোরা সবে আয়—
বিশ্বভারতী-মন্দির-তলে মিলন-মধুচ্ছায়।

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩২৮ সালে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে পঠিত।

যা-কিছু যাহার কলঙ্ক কালী, যাহা 'অচলায়তন,'
সত্য-আলোকে ধুয়ে নে রে লভি' সে দীপ্ত বরিষণ।
মর্ম্মপুটের মণির মুকুর উচ্চে তুলিয়া ধর্—
সবার ঊর্দ্ধে জ্বলুক সে আজি শাশ্বত ভাস্বর।

জগৎ-সভায় রবি তুমি আজ নহ শুধু আর কবি—
অমৃত-প্রতিভা-ভাণ্ডার-ভরা তুমি আলো-কবা রবি;
তোমারি প্রভায় উজল সপ্ত সাগর, সাগর-পার,
পূর্ব্বোত্তর দক্ষিণদিশি উজ্জ্বল চারিধার;
কুরুক্ষেত্র-কালরাত্রির তমসার অবসানে
তোমারি কিরণ দূর পশ্চিমে নব জাগরণ হানে!
বিশ্বসভার মহা-রাজসূয়ে তুমি পুরুষোত্তম,
কর্ম্মের রথী ধর্ম্ম-সারথি জ্ঞানে মানে অনুপম;
শিশুপাল ছাড়া তোমারে সকলে বরিষ্ঠ সম্মানে
অর্পিছে আজি প্রাণের ভক্তি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দানে।

লহ ওগো লহ আজি এ অর্ঘ্য ঊর্দ্ধ আকাশ-পথে,
যেথা তব মহা বিজয়-যাত্রা শুভ্র আলোক-রথে;
চন্দ্র যেথায় অতন্দ্র চোখে সাজায় বরণডালা,
কাতারে-কাতারে শোভিছে লক্ষ নক্ষত্রের মালা;
জ্যোৎস্না বিছায় অঞ্চলবাস ছায়া-পথখানি 'পরে,
মেঘেরা মিলিয়া চরণের তলে শঙ্খধ্বনি করে;

সঙ্গীতে মাতি' গ্রহেরা ফিরিছে অনুগ্রহের লাগি',
নাচে ছয় ঋতু মোহন নৃত্যে চিরদিনরাত জাগি';
জানি না সেথায় পঁহুছিবে কিনা এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—
জানি—শুধু দীন যাত্রীজনের তুমি চিরনির্ভর।

কেন দীন বলি ? আমারি কণ্ঠে স্বাগত জানায় মাতা,
সাতকোটি নিজ সন্তানসাথে উন্নত যার মাথা ;
যাহার যশের কীর্ত্তি আজিকে ঘোষিছে জগৎময়,
ভিক্ষুক যে-বা শিক্ষক হয়ে ভুবন করিল জয়—
সে যে সেই রাণী বঙ্গবাণীরই বুক-আলো-করা ধন,
বিশ্বভুবন নন্দিত-করা নন্দিত নন্দন।
সেই বাণী আজি আমারি কণ্ঠে পাঠায় তাহার বাণী,
অক্ষম হোক্, তবু তোমা তরে গাঁথা এ মাল্যখানি ;—
পর আজি গলে—দেখুক বিশ্বসাহিত্য-পরিষৎ।
বঙ্গবাণীরই কোলে দোলে আজ ভুবন-ভবিষ্যৎ !

রবীন্দ্রনাথ

গান *

সপ্ত-স্বরের সপ্ত-ঘোড়া চালায় যে জন ইঙ্গিতে,
তারে কে আর সুর শোনাবে সঙ্গীতে!
রাগ-রাগিণীর রশ্মিটানে
বাণী নিজে বশ্য মানে
সুরের রাজা—যার অপরূপ ভঙ্গীতে—
তারে কে আর সুর শোনাবে সঙ্গীতে!

যাহার করের পরশ পেয়ে কমল ফুটে আনন্দে,
ভুবন ভরে নূতন বাণীর সুগন্ধে;
বঙ্গদেশের সেই কবিরে—
বিশ্বাকাশের সেই রবিরে
কে পারে আর কথার রঙে রঙ্গিতে—
তারে কে আর কথা শোনায় সঙ্গীতে!

সুর ও কথা অবাক্ হয়ে হার মেনে' তাই তার কাছে,
চোখের জলে প্রসাদ-সুধা-ধার যাচে;
ঐ চরণের যোগ্য করি'
অর্পিতে আজ অর্ঘ্য ভরি'
চিত্ত-সাগর রয় শুধু তরঙ্গিতে—
কথা ও সুর তাই ভেসে যায় সঙ্গীতে!

---

* পরিষৎকর্ত্তৃক রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সভা উপলক্ষে গীত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র *

গান

স্বাগত পুরুষোত্তম সুস্বাগত তুমি গুণনিধান !
জ্ঞানবীর ধ্যানধীর পুণ্যচরিত নিরভিমান ॥
দেবকল্প দেশমান্য
বালসরল অতি বদান্য
মূর্ত্ত বিনয় কীর্ত্তিনিলয় পূর্ণ্যময় জয়নিশান ॥
চিন্তা বনিতাসমান
যাঁর চরণ করত ধ্যান
বিদ্যা দুহিতা-প্রমাণ পালন করি' করত দান।
গৃহমন্দির মুখর আজ
কোটি-কণ্ঠ শঙ্খ বাজ
দেশপ্রাণ দেশমান স্বাগত তুমি শুভনিদান ॥

* যশোহর ও খুলনাবাসীকর্ত্তৃক অভিনন্দন উপলক্ষে রচিত ও গীত।

আগন্তুক

পথের বাঁধন কাটব যখন করছি মনে-মনে—
এমন সময় কে রে পথিক—দাঁড়ালি প্রাঙ্গনে!
ছোট্ট তোর ঐ হাত দুখানি চিত্তে লাগায় ভয়,
সকল বাঁধন চাইতে যদি শক্ত বেশীই হয়!
ফুট্‌ফুটে ঐ মুখের মাঝে পুটুপুটে ঐ আঁখি
মরা গাঙে আবার ফিরে' বান ডাকাবে নাকি!

এলি যদি—হোথায় কেন, আয়রে বুকের মাঝে,
রক্তভালে যেথায় আমার মর্ম্মমাদল বাজে;
আয়রে মুক্তা শুক্তি-চেরা, আয়রে আমার হীরে,
আয়রে আমার দখিন-হাওয়া বৈতরণীর তীরে;
আয়রে আমার শরৎ-পদ্ম বর্ষাশেষের প্রাতে,
আয়রে আমার নুনের ছিটে বিস্বাদ জিহ্বাতে।

আয়রে আমার ব্যাধিশেষের ফিরিয়ে-পাওয়া ক্ষুধা,
আয়রে চৈত্র-তৃষ্ণাকালের একটি গেলাস সুধা;
আয়রে আমার চোখের আলো, মর্ম্মের নিশ্বাস,
নিরাশ মনের আয়রে আশা, ধর্ম্মের বিশ্বাস।
বাঁধিস্ যদি, দুহাত দিয়ে ভালো করেই বাঁধ্—

একটা কিন্তু কড়ার করতে হবে আমার সাথে,
পথ দেখিয়ে যেতে হবে পথের সীমানাতে !
চোখ দুটি মোর পথের ধূলায় আধেক যে রে আঁধা,
সরল চোখে ঘুচাবি সেই অন্ধকারের বাধা ;
সত্য-পথের যাত্রী যে তুই, সঙ্গে নিয়ে চল্—
তোরি আলো আজকে আমার যাত্রার সম্বল ।

সেই ভালো, আজ দুজনাতে যাত্রা করি চল—
যতক্ষণ না মিলায় কানে পথের কোলাহল ;
ধূলিধূসর ধরাপথের ধূলিটুকুন মেখে,
পথটি যেন সবার তরে যেতে পারি রেখে ।
ভাবছি মনে, বাঁধন কাটার কথাটা কি মিছে—
পথের রাজা হাসছে বুঝি পথিকজনের পিছে !

গান

আজ আমার মনের ফাঁকে ঝড় ঢুকেছে
বাদলা রাতের অন্ধকারে,
সেথা সে এলোমেলো তাল তুলেছে
কোন্ কুঠরির বন্ধ দ্বারে!
বিজলি ঝিক্‌মিকিয়ে
নিমেষে যায় দেখিয়ে
কবেকার কোন্ অতীতের
অশ্রু-সজল বন্দনারে!
প্রলয়ের মেঘ যে বাজে
পোড়া এই বুকের মাঝে
মরমের পরদাগুলো—
উড়ে' যায় আজকে সাঁঝে;
সেথা যে পাগল মাতে—
সে কেবল স্কন্ধ নাড়ে—
হা হা হা হাঁকছে হাওয়া,
না না না মন্দ না রে!

গান

ঈশান থেকে ডাক এসেছে কাজল-কটা পাল তুলে'—
এই বেলা তোর পান্‌সিখানা দে খুলে'।
অম্বরে আজ ডম্বরুতে দীপক রাগিনী,
পাথার জলে তুল্‌ছে ফণা অযুত নাগিনী;
মত্ত তুফান গর্জ্জি' উঠে মৃত্যু-পাগল শার্দ্দুলে—
এই বেলা তোর পান্‌সিখানা দে খুলে'।

কূল ছাপিয়ে জল ছুটে ঐ প্রলয় কোলাহল.
পশ্চাতে তোর আগুন জ্বলে, সাম্‌নে হলাহল,
কোথায় পালাস্‌ রে পাগল ?
মানের মরণ মাগিস্‌ যদি ভাব্‌না-ভীতি সব ভুলে'
এই বেলা তোর পান্‌সিখানা দে খুলে'।

বিদ্যুতেরি ঝিলিকে ওই কে দেখাল পার !
স্বপন নাকি, সত্য ওকি—মূর্ত্তি আকাঙ্ক্ষার,
মাঝে অন্ধ পারাবার !
যা হয় তা হোক, যায় না থাকা মৃত্যু-ঘেরা এই কূলে,
সাচ্চা প্রাণের ভরসাখানার পালটি তুলে' মাস্তুলে—
এই বেলা তোর পান্‌সিখানা দে খুলে'।

গান

রে আমার লোহার শিকল ! প্রণাম করি আমি তোরে,

মুক্তি-পারের পথ দেখালি বেঁধে তোর ওই কঠিন ডোরে।

শক্ত হয়েও তুই যে রে চন্দন,

পরশে তোর পড়ছে মনে স্বর্গেরি নন্দন—

খোলার লাগি' তুই যে রে বন্ধন ;

ঐ বাঁধনে বাঁধা যেন পড়তে পারি গরব করে'।

হাতে-পায়ে-গলায় পরা কঠিন তোর ওই ফাঁস,

মনটাকে দে শক্ত করে' ছিঁড়তে এনাগপাশ—

যেন সে আর রয়না ক্রীতদাস ;

বিকল প্রাণে শিকল তোরে সাধছি তাই আজ চরণ ধরে'।

গান

দেহটা টানছে ঘানি, মনটা মুক্তি খোঁজে,
প্রাণটা মায়ের ব্যথায় কাঁদিয়া চক্ষু বোঁজে ;
কারা ঐ শিকল পায়ে
পউষের প্রবল বায়ে
রয়েছে আদুল গায়ে—আমারি ভাইরা ও যে !

হাতেতে লোহার বেড়, গলাতে টিকিট ঝোলে,
অনশন কদিন ধরে'…কিছু নাই পেটের খোলে ;
তবুও পরাণপণে
মা'রি নাম জপ্ছে মনে…
ভাবে বা ক্ষণে-ক্ষণে আছে সে মায়ের কোলে।

মা-ডাকে কাঁপ্ছে গলা ভাঙা ঐ বুকের সাথে,
যেন বা পাঁজরগুলো ভেঙে বা পড়্বে তা'তে ;
তবু যে থাম্তে নারে,
সে কি আর নাম্তে পারে ?
মা এসে ডাক্ছে যারে নিরাকুল নয়নপাতে।

ওরা যে মা'রি ছেলে—ওরা যে আমারি ভাই,
তাই আজি সকল ফেলে' কাছে তার যেতে যে চাই ;
যদিও বন্ধ রে দ্বার
যদিও চায় বারেবার
যদিও ভাই বলে' তার ডাকিবার সাধ্যটি নাই।

গান

ঐ মরণের কোলের কাছে মোদের বাড়ী ;
তার সাথে যে চেনাশোনা—সাধ্য কি তায় পালাই ছাড়ি
সেও আমাদের ছাড়্‌বেনাক জানি,
সকাল সাঁঝে পাই যে তাহার শীতল পরশখানি ;
নিত্যি মোদের বুকের ধনে লয় সে কোলে কাড়ি।

লোকে ভাবে—কেমন পরিচয় !
দশ হাতে যে হরণ করে, সে কি আপন হয় !
তারা বুঝ্‌তে নারে এক তরীতে মোদের অকূল-পাড়ি।
তাই ত তারে বলি ধর্ম্মরাজ,
মোদের চক্ষে অশ্রু যখন, তারো বক্ষে বাজ ;
সে যে হরণ করে' পূরণ করে—এমনি ভাবের আড়ি—
ও তার এম্‌নি টানের নাড়ি।

গান

হাহাকার! এইখানে আজ বাঁধরে বাসা;
সাহারার আগুন ছড়া সর্ব্বনাশা!
উড়িয়ে তপ্তবালি
মেরে ফেল্ গাছগাছালি—
মেরে ফেল্ মানুষপশু, রেখে যা কীর্ত্তি খাসা।
বুড়ো সব থাক্ সেকেলে,
মায়েদের মরুক ছেলে—
শিশুদের মা মরে' যাক্, নিবে' যাক্ প্রাণের আশা।
ধূ ধূ ধূ—দেশের চিতার
মুছে' নিক্ সিঁদুর সিঁথার—
বিধবার নয়নজলের প্লাবন দিয়ে ভুবন ভাসা।

নিরাশার বুকের 'পরে নাচরে তাথৈ—
তোরে কেউ দেখ্‌বেনাক, লোক কোথা কৈ?
বিবাগী করুক সবে শকুনির পাপের পাশা!

গান

ও ভাই, ভয়কে মোরা জয় করিব হেসে—
গোলাগুলির গোলেতে নয়, গভীর ভালবেসে।
খড়্গ সায়ক, শানিত তরবার,
কতটুকুন সাধ্য তাহার, কি বা তাহার ধার!
শত্রুকে সে জিনতে পারে, কিনতে নারে যে সে·
ও তার স্বভাব সর্ব্বনেশে!

ভালবাসায় ভুবন করে জয়,
সখ্যে তাহার অশ্রুজলে শত্রু মিত্র হয়—
সে যে সৃজন-পরিচয়!
শত আঘাত ব্যথা অপমানে লয় সে কোলে এসে;
মৃত্যুরে সে বন্ধু বলে' জাপটে ধরে শেষে!

কবি-বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ

হে দীর্ঘ পথের বন্ধু, হে কবি সচ্ছন্দছন্দরাজ !
এ কি অভিনব ছন্দে মৃত্যু-মন্ত্রে বরি' নিলে আজ
আপন মর্ম্মের মাঝে, সহসা পথের মধ্যখানে !
অতৃপ্ত তৃষ্ণার মত সুর শুধু ঘুরে' মরে কানে।
রিক্ত-আশা বঙ্গভাষা বিয়োগিনী কাঁদিছে করুণ
দুর্ভাগ্য দেশের বুকে—মধ্যপথে মুদিত অরুণ !
বিরহের মন্দাক্রান্তা আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রমাঝে
গুমরি' গুমরি' তাই বাঙ্গলার বক্ষে আজি বাজে।

শুনেছি—বরুণমন্ত্রে বিনা-মেঘে বৃষ্টিধারা ঝরে,
প্রমূর্ত্ত দীপকরাগে কলাবিৎ নিজে পুড়ে' মরে ;
জানিনাক কোন সুরে বন্ধু তুমি বেঁধেছিলে বাঁশী—
রুদ্র পরিণাম যার মূর্ত্তিমান দেখা দিল আসি'
সমগ্র দেশের বুকে অকস্মাৎ বজ্রব্যথা হানি'—
বঙ্গসারস্বতকুঞ্জে মূর্চ্ছাতুর নিজে বীণাপাণি !
যাজ্ঞিকের হোমশিখা সমারব্ধ যজ্ঞ-সূচনায়
লাগিল কেবল গৃহে—যজ্ঞ শেষ হ'লনাক হায় !

ভৃঙ্গারে শুকায়ে গেল সমাহৃত পুণ্যতীর্থবারি—
ভক্তের নয়নে শুধু রাখি' তার শেষ অশ্রুঝারি !

কাব্যের নিকুঞ্জ থেকে কুহু-কেকা লভিল বিদায়,
চোখ গেল – চোখ গেল, ভগ্নকুঞ্জে শুধু বাহিরায়।
তুলিখানি অশ্রুজলে অঙ্কে তুলি' রাখিলা ভারতী—
কে লিখিবে লেখা আর, কে করিবে একান্ত আরতি
নিত্য-নব-নব ছন্দে মন্দিরেতে তুলিয়া ঝঙ্কার—
কভু সহজিয়া ভাষা, কভু সাম কভু বা ওঙ্কার।

আর কেন ছন্দ গাঁথি – বন্ধু গেছে ছন্দ লয়ে সাথে;
মোরা শুধু মন্দভাগ্য পড়ে' আছি চাহিয়া পশ্চাতে
শুধিতে দুঃখের ঋণ—নেত্রপথ রুদ্ধ অশ্রুজলে—
কবে মিলাইবে তার দৃশ্যপট জবনিকাতলে।
শুধু থেকে-থেকে আজ এক কথা জেগে উঠে মনে,
কেন তুমি চলে' গেলে অকস্মাৎ হেন অকারণে!
যাবার সময়, তা যে শুধাবার দিলেনা সময়,
শুধাবার দূরে থাক্—হ'লনাক দৃষ্টিবিনিময়।

দুর্ভাগিনী বঙ্গভূমি - ছিল যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়;
যার নাম জপমালা, নামাবলী যার উত্তরীয়
ছিল তব অনুদিন; সে বঙ্গ তেমনি ভাগ্যহীন,
লাঞ্ছিত বিশ্বের দ্বারে, পায়ে-পায়ে পরের অধীন;
তারে কি বলিয়া আজি ছেড়ে গেলে, তাই ভাবি মনে—
সিংহাসন কৈ দিলে? লুটায় সে কণ্টক-আসনে!

রাণী বলে' ডেকেছিলে—এই কি রাণীর যোগ্য সাজ ;
জননী বলিয়া ডাকি' ঘুচালেনা জননীর লাজ ?

হে দেশবৎসল ! তবু সত্যসন্ধ তোমার সন্ধান
আজি আরো হানে মর্ম্মে—তব সত্য কত বড় দান—
যাহা তুমি রেখে গেছ ! মুর্ত্তি যত পশ্চাতে লুকায়,
অভাবের অন্ধকার ঝলি' উঠে দীপ্ত প্রতিভায়।
তাই চোখে পড়ে যত ধরণীর ধুলি আর বালি —
দেশযোড়া অসত্যের পুঞ্জীভুত কলঙ্কের কালী !
তবু যে তোমারে চাই- ভাব নিয়ে ভরে না জীবন—
মাটির মানুষ মোরা, মাটি যে প্রকাণ্ড প্রয়োজন !

কি ফল বিফল বাক্যে ; গেছ যদি যাও কবি, যাও –
ফুলের ফসল ফেলি' এ.ধরার, যদি সুখ পাও
নবীন নন্দনে আজি—অম্লান মন্দারে ভ'রি' ডালা,
গাঁথিতে নূতন ছন্দে বরদার বর কণ্ঠমালা .
হেথা সবি পুরাতন, ধূলিম্লান দৈন্যভারাতুর ;
চিত্ত নিত্য অশ্রুনেত্রে চায় হেথা বিয়োগ-বিধুর।
নিষ্পলক মাতৃনেত্রে ঝরে সেথা যে প্রসন্ন হাসি—
তারি স্পর্শে ধৌত হোক ধরণীর সর্ব্ব ধূলিরাশি।

সত্যেন্দ্রনাথ

ওগো ছন্দের খেয়ারী, তোমার
এ আবার কোন্ অশেষ অপার ছন্দ !
পশ্চিমাকাশে রবি ডুবে' যায়,
অন্ধকারায় ধরণী হারায়—
এই ত সময়—এরি মাঝে খেয়া বন্ধ !
কবিদল তব কাব্যের তীরে—
মুগ্ধনেত্রে চাহে ফিরে'-ফিরে'—
সন্ধ্যা-আঁধারে মনে লাগে মহা ধন্ধ ;
পারের সময় অপারগ করি' ছন্দে করিলে বন্ধ

নূতন তানের তানসেন
সচ্ছন্দের তুমি যে ছন্দরাজ !
মৌন নিরাশা করিবারে দূর,
রুদ্র দীপকে ধরেছিলে সুর—
দহিয়া তোমারে হ'ল তা বন্দ আজ !
সে সুর-সুরভি হিয়ার পাতায়
জাগরণ হানি' তাতায় মাতায়—
গীতনিকুঞ্জে তুমি যে গন্ধরাজ !
সকল ছন্দে হারাইল তব মরণ-ছন্দ আজ ।

কোন্ নন্দনে চলিলে বন্ধু,
ছন্দস্থরের চিরতরে কাটি বন্ধন' ?
ফুলের ফসল ছাড়ি' এ ধরার
বন্দিছ আজ কোন অমরার
পারিজাত আর মন্দার হরিচন্দন ?
বান্ধবদল এপারের তীরে—
হের' সবে আজি তিতি আঁখিনীরে
পাঠায় তোমারে অভিমান-ভরা ক্রন্দন ;
ছন্দস্থরের সঙ্গে সবারি নিমেষে কাটিলে বন্ধন !

বঙ্গজননী—যারে তুমি কবি,
সদাজাগ্রত বচনে মনে ও কর্ম্মে,
সবার অধিক করিয়াছ সেবা,
প্রাণেরও অধিক ছিল তব যেবা—
একক দেবতা ছিল যে তোমার ধর্ম্মে ;
সেও আজি হের, বিয়োগ-অধীর—
আষাঢ়ের মেঘে ঝরে আঁখিনীর,
তাহারো মমতা কাটিলে কঠিন মর্ম্মে—
বঙ্গজননী, একক দেবতা ছিল যে তোমার ধর্ম্মে।

তবে তাই হোক—যাও কবি তুমি
সরস্বতীর চরণকমলকুঞ্জে,

চিরকুহুকেকা বিরাজে যেথায়,
তীর্থের রেণু বহে মলয়ায়,
কবিদল যার গুণ্ গুণ্ গাহে গুণ্ যে !
মায়ের মুখের প্রসন্ন হাসি
নিশিদিন যেথা আছে পরকাশি,
ভক্তেরা সেই চিরসুধাধারা ভুঞ্জে—
অমরসমান লভ যশোমান বাণীর চরণকুঞ্জে।

নিঝুম-রাণী

আমি রাতভিখিরী নিত্যি ফিরি নিঝুম-রাণীর দরবারে—
পাগল মনের খোস্ খেয়ালের দরকারে ;
হাত বাড়িয়ে নাইক কোন ধন চাওয়া,
মুখ ভারিয়ে নাইক কারো মন পাওয়া—
দাবী-দাওয়া নাই কিছু সে সরকারে !

থাকে থাকুক চাঁদ আকাশে, তারার আলো—নয়ত নয়,
সন্ধ্যা থেকেই অন্ধ আকাশ হয়ত হয় ;
রাত্রি-দেবীর ছত্রতলের কোণ্‌টিতে,
জোনাই জ্বলে শুধু পাশের বনটিতে ;
হইনা একা—নাইক কোন ভাব্‌নাভয় ।

আমি চলি আপন মনে রাণীর গোপন সন্ধানে,
সন্ধ্যা হলেই সে যে আমার মন টানে ;
তার সে ডাকের নাইক ভাষা কিচ্ছুরে,
আঁধার সাথে বসে সে যে চিৎ যুড়ে' ;
খুঁজে' বেড়াই কোন্‌খানে রে কোন্‌খানে !

দিবালোকের বেড়ার শেষে, কোলাহলের আড়্‌পারে—
ঠেলাঠেলির রংমহলের বা'র-দ্বারে—

শূন্যে চাওয়া অনন্ত তার মন্দিরে
ঘুরে' বেড়াই গোলকধাঁধায় বন্দী রে—
কোথায় রাণী—হাৎড়ে বেড়াই চারধারে।

ফুলের গন্ধ ইঙ্গিতে সে হঠাৎ বলে—এইখানে!
কোনখানে তা মনে-মনে সেই জানে;
তারার আলো মাথার উপর কয় হেসে—
ওখানে নয়, এই খানেতে রয় যে সে—
হাওয়া বলে—কারু কথার নেই মানে!

দাতার দেখা নাইক তবু দানে যে তার মন ভরে,
নিত্য রাতে পাই সাড়া তার অন্তরে;
মানুষটাকে আড়াল করে' সর্ব্বদা
তৃপ্তি বিলায় কে যেন রে সর্ব্বথা—
শান্তি দিয়া নীরবতার মন্তরে।

নিঝুম-রাণী চুপটি করে' হাসে মোহন ভঙ্গীতে,
নিশীথরাতের নীরব নিথর সঙ্গীতে;
যে সঙ্গীতে ফুল ফুটে আর চাঁদ উঠে,
যে সঙ্গীতে মলয় হাওয়ার বাঁধ টুটে—
সীমা চাহে সীমার বাঁধন লঙ্ঘিতে।

—o—

গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী